ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-329 ■ 29 August, 2026 ■ আগরতলা ২৯ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ১১ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ডিজিপির মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করতে না দেওয়ায় বিধানসভায় বিক্ষোভ সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগষ্ট ।। ত্রিপুরার প্রাক্তন ডিজিপি অনুরাগ ধনকরের মৃত্যু নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা করতে না দেওয়ায় শুক্রবার বিধানসভার ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাল প্রধান বিরোধী দল সিপিআই(এম)। বিরোধীদের দাবি, ডিজিপির মৃত্যুর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে স্বাধীন তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এই তদন্ত স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম অথবা ত্রিপুরা হাইকোর্টের কোনও কর্মরত বিচারপতির মাধ্যমে করার দাবি জানিয়েছে বিরোধী দল। শুক্রবার বিধানসভায় স্পিকার রামপদ জমাতিয়া অভিনন্দন প্রস্তাব পাঠ শুরু করার পরই বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী ডিজিপির মৃত্যুর বিষয়টি উত্থাপন করেন। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা যে স্বতঃপ্রণোদিত বিবৃতি দিয়েছিলেন, তার প্রসঙ্গও তুলে ধরেন তিনি।

জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, গতকাল শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ডিজিপির মৃত্যু নিয়ে কথা বলেছেন এবং স্বতঃপ্রণোদিত বিবৃতি দিয়েছেন। আমরা আশা করেছিলাম, ভারতের ইতিহাসে ডিজিপির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা একজন ব্যক্তির মৃত্যুর মতো এত গুরুতর বিষয় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে মোকাবিলা করা হবে। তিনি আরও বলেন, সরকার যদি সত্যিই ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে চায়, তাহলে একটি এসটিআই গঠন করা উচিত অথবা তদন্তের দায়িত্ব হাইকোর্টের কোনও কর্মরত বিচারপতির হাতে তুলে দেওয়া উচিত।

তবে স্পিকার রামপদ জমাতিয়া জানান, বিধানসভার ৩৬১ নম্বর নিয়ম অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীর স্বতঃপ্রণোদিত বিবৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে সদস্যরা পৃথকভাবে আলোচনা শুরু করতে পারেন না। নির্ধারিত বিধি মেনেই বিধানসভার কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে বলে জানান তিনি। এরপর বিরোধী বিধায়কদের মাইক্রোফোন বন্ধ করে দেওয়া হলে তাঁরা নিজেদের আসন ছেড়ে বিধানসভার ওয়েলে নেমে আসেন। সিপিআই(এম) বিধায়করা স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ দেখান এবং ডিজিপির মৃত্যুর স্বাধীন তদন্তের দাবি জানান।

পরে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা তদন্ত সংক্রান্ত তথ্য বিধানসভায় প্রকাশ করার সিদ্ধান্তের পক্ষে সওয়াল করেন। তিনি বলেন, সাধারণ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেপালে বন্যায় ৩২০ ভারতীয় এখনও নিখোঁজ

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (আইএএনএস)।। নেপালের ভয়াবহ বন্যার পর এখনও ৩২০ জন ভারতীয় নাগরিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে চিনের ভূখণ্ডে থাকা প্রায় ৪০০ ভারতীয় নাগরিক নিরাপদে রয়েছেন বলে জানিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক।

শুক্রবার নয়াদিল্লিতে দ্বি-সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, এখনও পর্যন্ত ৮৪ জন ভারতীয় নাগরিককে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৬৩ জন ত্রিশুলি-১ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে কর্মরত ছিলেন।

তিনি জানান, বন্যায় আটকে পড়া ২১ জন ভারতীয় নাগরিক বৃহস্পতিবার কাঠমান্ডুতে পৌঁছেছিলেন। শুক্রবার তাঁরা ইন্ডিগোর বিমানে দিল্লিতে পৌঁছেছেন। এই ২১ জনই তামিলনাড়ুর বাসিন্দা। তাঁদের সঙ্গে কাঠমান্ডুতে দেখা করে পরিস্থিতির খোঁজ নিয়েছিলেন নেপালে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত।

এছাড়াও চিনের ভূখণ্ডে আটকে পড়া ৯৬ জন ভারতীয় নাগরিক স্থলপথে নিরাপদে নেপালে প্রবেশ করেছেন। তাঁদের দ্রুত সরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।

জয়সওয়াল বলেন, বর্তমানে প্রায় ৩২০ জন ভারতীয় নাগরিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না বা তাঁদের নিখোঁজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে পরিস্থিতি এখনও পরিবর্তনশীল হওয়ায় এই সংখ্যা বাড়তে বা কমতে পারে। বিভিন্ন তালিকা মিলিয়ে দেখার কাজও চলছে।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র আরও জানান, প্রায় ১০০ জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তির সঙ্গেও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। তাঁদের মধ্যে অনেকে কৈলাস মানস সরোবর যাত্রায় গিয়েছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে তাঁরা অন্য দেশের নাগরিক।

জয়সওয়াল জানান, নেপাল ও চিনে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস এবং দিল্লির বিদেশ মন্ত্রকের কন্টোল রুম ২৪ ঘণ্টা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে।

চিনের ভূখণ্ডে থাকা প্রায় ৪০০ ভারতীয় নাগরিকের বিষয়ে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, তাঁরা সকলেই নিরাপদে রয়েছেন এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন। বেজিংয়ে ভারতীয় দূতাবাস তাঁদের দলের নেতা, ট্রাভেল এজেন্ট এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। আটকে পড়া ভারতীয়দের নিরাপদে সরিয়ে আনার জন্য চিনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

নেপাল-চিন সীমান্তের কাছে ভোতে কোশি নদীর উজানে একটি তুষারধসের জেরে এই আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। প্রবল জলস্রোতে নদীর তীরবর্তী একাধিক জনবসতি, রাস্তা, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং বিদ্যুৎ সঞ্চালন পরিকাঠামো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শুক্রবার নেপালের ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটির প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ভোতে কোশি অঞ্চলের বিধ্বংসী বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫৩৮ হয়েছে। এখনও বহু মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন।

বিধানসভায় তথ্য

সরকারি কলেজে ৩২৫ শিক্ষক পদ শূন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগষ্ট ।। ত্রিপুরার সরকারি কলেজগুলিতে শিক্ষক সংকট অব্যাহত। রাজ্যের ৪১টি সরকারি কলেজে মোট ৩২৫টি শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ২৪৩টি, পেশাদার কলেজে ২৬টি, টেকনিক্যাল কলেজে ৪৬টি এবং পলিটেকনিকে ১০টি পদ খালি রয়েছে। শুক্রবার বিধানসভায় পৃথক প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানান উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মন।

কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এবং সিপিআই(এম) বিধায়ক অশোক চন্দ্র মিত্রের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, বর্তমানে রাজ্যের ৪১টি সরকারি কলেজে মোট ৬৯,৬৭৭ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন। এর মধ্যে ২৯টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ, ৫টি পেশাদার কলেজ, ৬টি পলিটেকনিক এবং একটি টেকনিক্যাল কলেজ রয়েছে। বর্তমানে নিয়মিত কলেজ শিক্ষকের সংখ্যা ৭৯৭ জন।

মন্ত্রী জানান, বিষয়ভিত্তিক হিসেবে সরকারি কলেজগুলিতে মোট ৬৮৩টি শিক্ষক পদ অনুমোদিত রয়েছে। এর মধ্যে ২৪৩টি পদ বর্তমানে শূন্য

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী

এনডিপিএস মামলায় দোষী সাব্যস্তের হার ১৪.৭ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগষ্ট ।। ত্রিপুরায় মাদক কারবারের বিরুদ্ধে সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতি রয়েছে। মাদক সংক্রান্ত কার্যকলাপে কোনও পুলিশকর্মীর জড়িত থাকার প্রমাণ মিললে তাঁর বিরুদ্ধেও আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে শুক্রবার বিধানসভায় স্পষ্ট জানালেন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা।

বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়ের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত রাজ্যে এনডিপিএস আইনে নথিভুক্ত মামলায় দোষী সাব্যস্তের হার বেড়ে ১৪.৭ শতাংশ হয়েছে।

গোপাল চন্দ্র রায় রাজ্যে ক্রমবর্ধমান মাদক কারবার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, নেশার কারণে তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে। পুলিশ বাহিনীর কেউ যদি মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাহলে কীভাবে বড় মাদক চক্রের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। মাদক কারবারে জড়িত পুলিশকর্মীদের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাঁজা মজুতকারীর ১০ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৮ আগষ্ট ।। ২৯ কেজি ৬০০ গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধারের মামলায় এক যুবককে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দিল বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালত। জরিমানার অর্থ অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে দণ্ডিতকে। বিলোনিয়ায় এনডিপিএস মামলায় এটিই এখনও পর্যন্ত অন্যতম বড় সাজা বলে জানা গেছে। শুক্রবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার স্পেশাল দায়রা জজ গোবিন্দ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগামী ৫ সেপ্টেম্বর থেকে পশ্চিম জেলায় এসআইআর ঃ জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগষ্ট ।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়ও ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) কর্মসূচি আগামী ৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ২৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে। আজ সোনারতরী রাজ্য অতিথিশালায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার। সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং সদর মহকুমা শাসকও উপস্থিত ছিলেন।

জেলাশাসক জানান, ৫ সেপ্টেম্বর থেকে প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা এবং বাড়ি বাড়ি যাচাইয়ের প্রস্তুতির মাধ্যমে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হবে। বুথ লেভেল অফিসার-রা বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রয়োজনীয় ফর্ম বিতরণ করবেন। বাড়ি বাড়ি যাচাইয়ের কাজ চলবে ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ২১ অক্টোবর। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর নাগরিকগণ ২১ অক্টোবর থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত দাবি ও আপত্তি দাখিল করতে পারবেন। এরপর ২১ অক্টোবর থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার এবং

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩ সেপ্টেম্বর থেকে বিমানবন্দর ও রেলস্টেশনে চালু হচ্ছে ক্যাব ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগষ্ট ।। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর থেকে মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দর, আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন ও যোগেন্দ্রনগর রেলওয়ে স্টেশনে চালু হতে যাচ্ছে অনলাইন ক্যাব পরিষেবা। আজ সচিবালয়ে পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সভাপতিত্বে ক্যাব পরিষেবা বাস্তবায়ন ও পরিবহণ দপ্তরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এক আলোচনা সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় আলোচনায় অংশ নিয়ে পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রী বলেন, মহারাজা বীর বিক্রম বিমান বন্দর, আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন ও যোগেন্দ্রনগর রেল স্টেশনে ক্যাব পরিষেবা চালু হলে রাজ্য ও বহিঃরাজ্য থেকে আগত যাত্রীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

তিনি বলেন, ক্যাব পরিষেবা চালু হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে সরকার তা বরদাস্ত করবে না। এ বিষয়ে তিনি বলেন, বিভিন্ন অটোরিক্সা সংঘের পক্ষ থেকে ভাড়ার রেট চার্ট গ্রহণ করা হবে। সরকার তাদের প্রস্তাব বিবেচনা করে একটা সমন্বয়ের মধ্যে রেট চার্ট ঠিক করবে। কোনও অবস্থাতেই অতিরিক্ত ভাড়া বিবেচিত হবে না।

সভায় পরিবহন মন্ত্রী বলেন, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সাধারণ মানুষের চাহিদা অনুসারেই পরিবহণের ক্ষেত্রে সরকার সুন্দর একটা ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে চায়। তিনি বলেন, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে প্রত্যেককেই পুরাতন পদ্ধতি বাদ দিয়ে নতুন পদ্ধতির সাথে যুক্ত হওয়া দরকার। কারণ বর্তমান যুগ হলো ডিজিটাইজেশনের যুগ। এবিষয়ে মন্ত্রী

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আখাউড়া সীমান্তে জওয়ানদের রাখি পড়ালেন প্রতিমা ভৌমিক

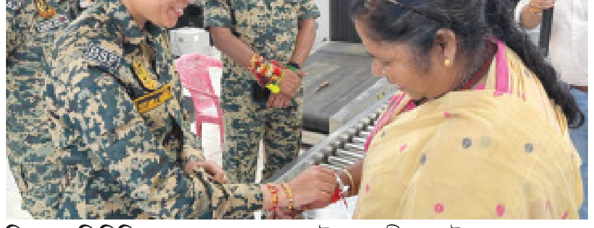

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগষ্ট ।। রাখীবন্ধন উৎসবকে সামনে রেখে আখাউড়া ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টে বিএসএফ জওয়ানদের রাখি পরিয়ে উৎসব পালন করলেন প্রাক্তন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে কৈলাসহরে কংগ্রেসের বিক্ষোভ, অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৮ আগষ্ট ।। বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথের পদত্যাগ এবং কৈলাসহরে বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থা সাই কম্পিউটার লিমিটেডকে বরখাস্ত করার দাবিতে বিক্ষোভে সরব হলো কংগ্রেস।

দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কৈলাসহরের বিদ্যুৎ দপ্তরের কার্যালয় ঘেরাও করে শহরের মূল সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা। আন্দোলনকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয় এবং যান চলাচল ব্যাহত হয়।

অবরোধস্থলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রচুর সংখ্যক পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ বদরুজ্জামান। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন কংগ্রেস নেতা রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য, চন্দ্রশেখর সিনহা, রুনু মিয়া-সহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।

বিদ্যুৎ পরিষেবার বিভিন্ন সমস্যা এবং পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। পাশাপাশি বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথের পদত্যাগের দাবিতেও সরব হয়েছেন তাঁরা।

অবরোধকে কেন্দ্র করে কৈলাসহর শহরের মূল সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে পুলিশ ও প্রশাসন।

দুর্ঘটনায় মহিলার মৃত্যুর প্রতিবাদে পথ অবরোধ, আটকে পড়লেন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগষ্ট ।। কামালঘাটে সড়ক দুর্ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। দুর্ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার স্থানীয়রা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। এর জেরে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়।

অবরোধের মধ্যে আটকে পড়েন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। পরিস্থিতি বুঝে মন্ত্রী নিজেই গাড়ি থেকে নেমে অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের দাবিদাওয়া শোনেন। স্থানীয়দের অভিযোগ ও সমস্যার বিষয়গুলি শোনার পর প্রয়োজনীয়

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১২ লাখ টাকার কফ সিরাপ উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগষ্ট ।। ত্রিপুরামুখী নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ পাচারের অভিযোগে বড়সড় সাফল্য পেল অসমের বাজারিছড়া থানার চুরাইবাড়ি পুলিশ। নিয়মিত যানবাহন তল্লাশির সময় একটি দশ চাকার কন্টেনার ট্রাক থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১২০০ বোতল 'এসকফ'

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের সড়ক ও রেল অবরোধে দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগষ্ট ।। সাত দফা দাবিতে ফের পথে নামলেন আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি সংগঠন এটিটিএফ ও এনএলএফটির সদস্যরা। শুক্রবার চম্পকনগর এলাকায় আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক এবং ব্রিগুদাস এলাকায় রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তারা। এর জেরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল এবং রেল পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন আগে আত্মসমর্পণের পর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাদের পুনর্বাসন, আর্থিক সহায়তা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার বিষয়ে একাধিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির অধিকাংশ এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। বারবার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে দাবি জানানো হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ তাদের।

এর আগেও একই দাবিতে চম্পকনগরসহ বিভিন্ন এলাকায় অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছিলেন আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২৯ আগস্ট ২০২৬ ইং
১১ভাদ্র, শনিবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সাইবার প্রতারণা

সাইবার ক্রাইম সারা দেশেই এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতেছে। এই ভয়ংকর প্রবণতা থেকে মুক্তি পাইতে হইলে প্রশাসনকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে। প্রশাসন সক্রিয় হইলে সাইবার ক্রাইম প্রবণতা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হইবে।

দেশজুড়িয়া সাইবার জালিয়াতি, ডিজিটাল অ্যারেস্ট, ব্যাঙ্ক জালিয়াতি-সহ একাধিক অপরাধ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিতেছে। মূলত সাইবার অপরাধ, ব্যাঙ্ক জালিয়াতি করা হইয়াছে। এসব বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যতায় পরিস্থিতি ভয়ংকর আকার ধারণ করিতে পারে। আগাম সাবধানতা অবলম্বন করাই একমাত্র উপায় বলিয়া অনেকেই মনে করেন।

বর্তমানে ভারতে ডিজিটালাইজেশনের সাথে সাথে সাইবার অপরাধ বা অনলাইন প্রতারণার হার আশঙ্কাজনকভাবে বাড়িতেছে। বিশেষ করিয়া সাধারণ মানুষের সরলতা এবং প্রযুক্তির খুঁটিনাটি সম্পর্কে অজ্ঞতাকে কাজে লাগাইয়ায় প্রতারকরা নতুন নতুন জাল বুনিতেছে। ব্যাংক বা টেলিকম সংস্থার নাম করিয়া মেসেজ পাঠাইয়া বলা হয় কে ওয়াই সি আপডেট না করিলে অ্যাকাউন্ট বন্ধ হইয়া যাইবে। লিঙ্কে ক্লিক করিলেই বিপদ।

হোয়াটসঅ্যাপ বা টেলিগ্রামে 'ঘরে বসিয়া আয়' বা 'শেয়ার বাজারে নিশ্চিত লাভ'-এর টোপ দিথা মোটা টাকা হাতাইয়ায়ে নেওয়া। সিবিআই ইডি বা পুলিশের পরিচয় দিয়া ভিডিও কলে ভয় দেখানো হয় যে আপনার নামে অবৈধ পার্সেল আসিয়াছে, এবং বাঁচিবার জন্য টাকা দাবি করা হয়।

কাস্টমস বা কুরিয়ার সার্ভিসের নাম করিয়া ফোন করিয়া বলা হয় আপনার পার্সেলে মাদক পাওয়া গেছে। মুহূর্তের মধ্যে টাকা ট্রান্সফার করিবার সুবিধা প্রতারকদের কাজ সহজ করিয়া দিয়াছে।এখন এআই ব্যবহার করিয়া পরিচিত মানুষের কণ্ঠস্বর বা চেহারা নকল করিয়া টাকা চাওয়া হইতেছে। বিভিন্ন থার্ড-পার্টি অ্যাপের মাধ্যমে আমাদের ফোন নম্বর এবং ব্যক্তিগত তথ্য প্রতারকদের হাতে চলিয়া যাইতেছে। ইমেল বা এসএমএস-এ আসা কোনো সন্দেহজনক লিঙ্কে ক্লিক করিবেন না। ব্যাংক বা কোনো সরকারি সংস্থা কখনও ফোনে ওটিপি বা পিন নম্বর জানিতে চায় না।কোনো বড় অংকের টাকা লেনদেনের আগে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সত্যতা যাচাই করুন।সবসময় প্লে-স্টোর বা অ্যাপ-স্টোর থেকে অফিসিয়াল ব্যাংকিং অ্যাপ ব্যবহার করুন।

যদি আপনি কোনোভাবেপ্রতারণার শিকার হন, তবে দেরি না করিয়া অবিলম্বে ১৯৩০ নম্বরে কল করুন।

তথ্যপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতি আমাদের জীবনযাত্রাকে যেমন সহজ ও গতিশীল করিয়াছে, ঠিক তেমনি এর অন্ধকার দিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সাইবার ক্রাইম বা সাইবার অপরাধ। বর্তমান বিশ্বে এই অপরাধ এক ভয়ঙ্কর প্রবণতা হিসেবে রূপ নিয়াছে, যাহা ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করিয়া রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা পর্যন্ত সব ক্ষেত্রকে চরম হুমকির মুখে ঠেলিয়া দিতেছে।সাম্প্রতিক সময়ে সাইবার অপরাধের ধরন ও ভয়াবহতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। হ্যাকিং, অনলাইন ব্যাংকিং জালিয়াতি, ফিশিং লিঙ্কের মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য চুরি, ব্ল্যাকমেইলিং এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়ানোর মতো ঘটনা নিত্যদিনের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ করিয়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির অপব্যবহার করিয়া তৈরি "ডিপফেক" ছবি ও ভিডিও মানুষের সামাজিক মর্যাদা ধূলিসাৎ করিতেছে। ডেটা চুরি করিয়া কোটি কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি করিবার মতো 'র্যানসমওয়্যার' আক্রমণ এখন বড় বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠান ও সরকারি ব্যবস্থার মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিতেছে।

এই ভয়ঙ্কর প্রবণতার অন্যতম প্রধান কারণ হইলো ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা এবং ব্যবহারকারীদের মধ্যে অসচেতনতা। অধিকাংশ মানুষই শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার, টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন চালু রাখা কিংবা সন্দেহজনক লিঙ্কে ক্লিক না করিবার মতো মৌলিক নিরাপত্তা বিষয়ে উদাসীন। এছাড়া, ইন্টারনেটের ছদ্মনাম ও পরিচয় লুকাইয়া অপরাধ করিবার সুযোগ থাকায় অপরাধীরা পার পাইয়া যাওয়ার সাহস পায়।

সাইবার ক্রাইমের এই ভয়ঙ্কর থাবা থেকে বাঁচিতে হইলে কেবল আইন প্রয়োগ করাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন সম্মিলিত প্রতিরোধ। প্রথমত, প্রতিটি নাগরিককে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন হইতে হইবে। দ্বিতীয়ত, দেশের সাইবার আইন ও তদন্ত সংস্থাকে আরও আধুনিক ও শক্তিশালী করিতে হইবে, যাহাতে অপরাধীদের দ্রুত শনাক্ত করিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া যায়।

প্রযুক্তিকে বর্জন করা কোনো সমাধান নয়, বরং প্রযুক্তিকে নিরাপদভাবে ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সাইবার দুনিয়াকে নিরাপদ করিতে রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারকে একযোগে কাজ করিতে হইবে, অন্যথায় এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এক চরম অন্ধকারের দিকে নিয়া যাইবে।

পশ্চিম মহিলা থানায় রাখিবন্ধন, সৌহার্দ্যের বন্ধনে মিলল পুলিশ ও সমাজ

আগরতলা, ২৮ আগস্ট: রাখিবন্ধন উপলক্ষে পশ্চিম মহিলা থানার উদ্যোগে আয়োজন করা হয় বিশেষ রাখিবন্ধন উৎসব। পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, পারস্পরিক আস্থা ও সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার বার্তা নিয়ে এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক থেকে শুরু করে মহিলা কমিশন ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত পুলিশের মহা নির্দেশক জি এস রাও, আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার মনচাক ইপ্পার, পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক সহ পুলিশের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মণ এবং বিভিন্ন এনজিও থেকে আগত প্রতিনিধিরা।

কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মণ বলেন, রাখিবন্ধন শুধু ভাই-বোনের সম্পর্কের উৎসব নয়, সমাজের মধ্যে ভালোবাসা ও বন্ধনের সম্পর্ক গড়ে তোলারও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। প্রতি বছর রাখিবন্ধন উপলক্ষে বিভিন্ন দফতর ও প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের সঙ্গে এই উৎসব পালন করা হয়। তারই অংশ হিসেবে পশ্চিম মহিলা থানায় এসে মহিলা পুলিশকর্মীদের হাতে রাখি পরিয়ে তাঁদের শুভকামনা জানানো হয়েছে।

তিনি বলেন, সমাজকে সুরক্ষিত রাখা এবং মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ও পারস্পরিক বন্ধন তৈরি করার ক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহিলা থানায় এসে পুলিশকর্মীদের সঙ্গে সমন্বিতভাবে রাখিবন্ধন উৎসবে অংশ নিতে পেরে তাঁরা আনন্দিত বলেও জানান তিনি।

ভারপ্রাপ্ত পুলিশের মহা নির্দেশক জি এস রাও বলেন, রাখিবন্ধনের মাধ্যমে পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গেও সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার সুযোগ তৈরি হয়। বিভিন্ন উৎসব মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন তৈরি করার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। পুলিশ ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত করা, পুলিশের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক উন্নত করা এবং আরও ভালো জনপরিষেবা নিশ্চিত করাই এই ধরনের উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য বলে তিনি জানান।

এদিন মহিলা থানায় পুলিশ আধিকারিক ও মহিলা পুলিশকর্মীদের রাখি পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান উপস্থিত অতিথিরা। উৎসবকে ঘিরে পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি হয় সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ। অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুলিশ-জনতার সম্পর্ক আরও নিবিড় করার পাশাপাশি সামাজিক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক বিশ্বাসের বার্তাও তুলে ধরা হয়।

ফ্লাশ ফ্লাড বা আকস্মিক বন্যা কেন হয়

নেপালে ফ্লাশ ফ্লাড বা আকস্মিক বন্যায় বিপুল প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া আট শতাধিক মানুষ এখনো নিখোঁজ রয়েছে। তিব্বতের দিকে নিখোঁজের সংখ্যা সাড়ে পাঁচশ জনের বেশি। তবে এই সংখ্যা নেপালের সংখ্যা থেকে পুরোপুরি আলাদা কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। এর আগেও বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফ্লাশ ফ্লাড বা আকস্মিক বন্যার খবর গণমাধ্যমে এসেছে। কিন্তু এই ফ্লাশ ফ্লাড কী? কেন এটা হয়? আর আগের থেকে কি এই বন্যার পূর্বাভাস দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকে?

ফ্লাশ ফ্লাড বা আকস্মিক বন্যা কী? এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বলছে, আকস্মিক বন্যা হলো হঠাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে সৃষ্ট জলের প্রবল স্রোত যা গিরিখাত, সংকীর্ণ খাদ, উপত্যকা বা অন্যান্য নিচু ও সংকীর্ণ এলাকা দিয়ে দ্রুত প্রবাহিত হয়। আকস্মিক বন্যা যেকোনো জায়গায় ঘটতে পারে। সাধারণত বন্যার সময় নদনদীর জল তুলনামূলক ধীরগতিতে বাড়ে। এক সপ্তাহ বা তার বেশি সময় টানা বর্ষণের ফলে নদীর জল বেড়ে যায় এবং গুরুতর আকার ধারণ করে। অন্যদিকে আকস্মিক বন্যার ক্ষেত্রে অনেক সময় তিন থেকে চার ঘণ্টার বৃষ্টিপাতেই ব্যাপক বন্যা হয় এবং নদীর জল শুকনো অবস্থা থেকে একেবারে কূল ছাপিয়ে প্রবাহিত হবার অবস্থায় চলে আসে বলে জানান বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র - এফএফডব্লিউসি এর নির্বাহী প্রকৌশলী সরদার উদয় রায়হান।

আকস্মিক বন্যা প্রায়ই বজ্রঝড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ভারী বৃষ্টিপাত অথবা পাহাড়ে তুষার ও বরফ দ্রুত গলে যাওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়। তবে বাঁধ ভেঙে যাওয়ার কারণেও এ ধরনের বন্যা হতে পারে। এই বন্যা সাধারণত স্বল্পস্থায়ী হয়; কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিনের মধ্যেই জলের উচ্চতা বেড়ে আবার কমে যায়। তবে এর আকস্মিক সূত্রপাত অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক হতে পারে। ব্রিটানিকার তথ্য অনুযায়ী, কিছু আকস্মিক বন্যায় এত শক্তিশালী জলের দেয়াল তৈরি হয় যে তা নদীর তলদেশ ভাসিয়ে নিতে, স্থাপনাগুলোকে তাদের ভিত্তি থেকে উপড়ে ফেলতে, সড়ক ও সেতু ধ্বংস করতে এবং বড় গাছ ভেঙে ফেলতে বা উপড়ে ফেলতে পারে। আকস্মিক বন্যা আবহাওয়াজনিত সবচেয়ে প্রাণঘাতী ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে পাঁচ হাজারেরও বেশি এতে মানুষ মারা যায়। অধিকাংশেরই মৃত্যু হয় জলে ডুবে। আকস্মিক বন্যা কী কারণে হয়? অনেক কারণেই আকস্মিক বন্যা হতে পারে। তবে এর প্রধান কারণ অতিবৃষ্টি।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিসের তথ্যমতে, আকস্মিক বন্যা বাঁধ ভেঙে যাওয়ার কারণে অথবা ভূমিধস থেকেও ঘটতে পারে। বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, বৃষ্টির অবস্থান ও বিস্তৃতির মতো বিষয়গুলো আকস্মিক বন্যা কত দ্রুত ঘটতে পারে এবং কোন কোন এলাকায় তা দেখা দিতে পারে তার নির্ধারক হয়ে উঠতে পারে। এছাড়া ভূপ্রকৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যও পানির স্তর কত দ্রুত বাড়বে এবং বন্যা কতটা বিস্তৃত হবে, তা প্রভাবিত করতে পারে। খাড়া ঢালযুক্ত এলাকা যেমন পাহাড় বা টিলা এবং শক্ত মাটি, পাথর, ছাদ, সড়ক ও অন্যান্য পাকা স্থানের মতো পানি শোষণ করতে না পারা পৃষ্ঠের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পানিকে তুলনামূলক দ্রুত প্রবাহিত করে নিচু এলাকাগুলো প্লাবিত করতে পারে। একইভাবে, সাম্প্রতিক দাবানলে যেখানে বিস্তীর্ণ এলাকার উদ্ভিদ পুড়ে গেছে, সেসব এলাকাতেও আকস্মিক বন্যার ঝুঁকি বেশি।

এর বিপরীতে, মৃদু ঢাল, ঘন উদ্ভিদ এবং পানি শোষণ করতে সক্ষম মাটিযুক্ত ভূপ্রকৃতিতে তুলনামূলকভাবে ধীরে পানি প্রবাহিত হয়। এছাড়া উষ্ণ জলবায়ুও আকস্মিক বন্যার ঘটনা ও তীব্রতা বাড়িয়ে দিতে পারে।

বায়ুর গড় তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা বা জলীয়বাষ্প ধারণের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাক-শিল্পযুগের তাপমাত্রার তুলনায় প্রতি এক ডিগ্রি সেলসিয়াস (এক দশমিক আট ডিগ্রি ফারেনহাইট) উষ্ণতা বৃদ্ধিতে বায়ুমণ্ডলে আর্দ্রতার ঘনত্ব সাত শতাংশ করে বাড়তে পারে। এই অতিরিক্ত আর্দ্রতা আরও বেশি বৃষ্টিপাত ঘটাতে পারে। ফলে ভারী বৃষ্টির কারণে যেসব অঞ্চলে আগে থেকেই আকস্মিক বন্যার প্রবণতা রয়েছে, সেখানে এ ধরনের ঘটনা আরও ঘন ঘন ঘটতে পারে এবং একই সঙ্গে এর তীব্রতাও বাড়তে পারে। নেপালের ঘটনায় জলবায়ু পরিবর্তন ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে বলে অনেকে ধারণা করলেও এনিয়ে বলার সময় এখনো হয়নি বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। আগে থেকে কি আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব? বিশেষজ্ঞদের মতে, মৌসুমি বন্যার মতো আকস্মিক বন্যারও পূর্বাভাস পাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জটি থাকে সময়ের। অর্থাৎ, অন্য সময়ে যেমন সার্বিক পরিস্থিতি মিলিয়ে হাতে সময় থাকতে আগাম প্রস্তুতির পূর্বাভাস দেওয়া যায়, হুট করে হওয়ার কারণে আকস্মিক বন্যার সময় সেই সময়টি থাকে খুবই সীমিত। 'এর মূল কারণ হচ্ছে প্রধান নদীর অববাহিকা সাধারণত বড় হয় এবং এক্ষেত্রে তথ্যের প্রাপ্যতাও সহজ থাকে। অন্যদিকে আকস্মিক বন্যা সাধারণত পাহাড়ি অববাহিকায় হওয়ার কারণে তথ্যের ঘাটতি থাকে', বলছিলেন মি. রায়হান। মানে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় তথ্য পাঠানোর জন্য হাইড্রোলজিক্যাল বা মেটারোলজিক্যাল স্টেশন সংখ্যায় কম থাকায় আকস্মিক বন্যার ক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে তথ্য পাওয়ার বিষয়টি বেশ জটিল করে তোলে। মি. রায়হান জানান, বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা — ডব্লিউএমও'র সংজ্ঞা অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টার আগাম পূর্বাভাসকে "নির্ভরযোগ্য লিড টাইম" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বর্তমান রাডার, স্যাটেলাইট ও অটোম্যাটিক সেন্সরের মতো প্রযুক্তি বসিয়ে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে কাজ করা হচ্ছে।

এ নিয়ে নেপালের ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক সুদীপ ঠাকুরি বলেন, এ ধরনের প্রাকৃতিক আবহাওয়াজনিত ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার মাধ্যমে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানো যেতে পারে। 'আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা ব্যবহার করা হচ্ছে। হিমবাহের ওপর এবং এর আশপাশে স্থাপন করা এসব ব্যবস্থা হ্রদের পানির স্তর এবং বাঁধের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তথ্য সরবরাহ করে। এ ধরনের ঘটনা সম্পর্কে আগাম তথ্য পাওয়া গেলে প্রাণহানি কমানো সম্ভব', বলেন তিনি। তবে "আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা" কার্যকর থাকলেও আন্তর্জাতিক মাত্রার ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে সরকারি পর্যায়ে সমন্বয় আরও বাড়ানো প্রয়োজন। বুধবার নেপালের আকস্মিক বন্যার বিষয়ে দেশটির ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলচক ক্যাম্পাসের ডিজাস্টার স্টাডিজ সেন্টার এট দ্য ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাডিজের পরিচালক বসন্ত অধিকারী বলেন, '(বন্যাটি) যদি নেপাল থেকে সৃষ্টি হতো, তাহলে আমরা এখান থেকে তা দেখতে পারতাম। কিন্তু আমরা এখন যে ধরনের ঘটনা দেখছি, সেগুলোর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক তথ্যব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এই মুহূর্তে সেটি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।' 'যেসব এলাকায় এ ধরনের ঘটনা ঘটে, সেখানে কোনো জনবসতি নেই। মানুষের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করা কঠিন হওয়ায় স্যাটেলাইট স্টেশন স্থাপন করে সেখান থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা উচিত' বলেন ওই কর্মকর্তা। 'তা না হলে আমাদেরই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হতে হবে, কারণ সীমান্তের (নেপাল-চীন) নিচের দিকে আমাদের জনবসতিগুলো অবস্থিত।' নেপালের কিছু নদী অববাহিকায় এ ধরনের ব্যবস্থা স্থাপন করা হলেও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হিমালয় অঞ্চলে এর ব্যবহার এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুরি বলেন, 'এছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো চিহ্নিত করে নদীর তীরবর্তী জনবসতিগুলোও অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি রোধে সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা হলো ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় জনবসতি গড়ে না তোলা।'

কৈলাস-মানস সরোবর: শত শত বছর ধরে যেখানে তীর্থযাত্রায় যান চার ধর্মের মানুষ

মরিয়ম সুলতানা

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে চার হাজার মিটারেরও বেশি উচ্চতায় নীল জলরাশির এক হ্রদ মানস সরোবর। এর পাশেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে কৈলাস পর্বত। বছরের বড় একটা সময় তুষার আর বরফে ঢাকা থাকে পৃথিবীর অন্যতম দুর্গম এই জায়গাটি। দুর্গম উঁচু পাহাড়ি পথ, সঙ্গে তীব্র ঠান্ডা, চরম আবহাওয়া, অক্সিজেনের স্বল্পতাসহ নানা কারণে কৈলাস-মানস সরোবরে পৌঁছানো অতটা সহজ নয়। তারপরও শত শত বছর ধরে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে যান এই অঞ্চলে। তাদের কেউ কৈলাস পর্বত প্রদক্ষিণ করেন, কেউ যান কেবল মানস সরোবরের তীরে। কারও কারও উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখা হলেও বেশিরভাগ মানুষই যান ধর্মীয় কারণে। এই স্থানটি হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও তিব্বতের প্রাচীন বন ধর্মের অনুসারীদের কাছে পবিত্র। যদিও কৈলাস নিয়ে এই চার ধর্মের বিশ্বাসের গল্প এক নয়। কোনো ধর্মে কৈলাস মানে দেবতার আবাস, কারও কাছে এটি আবার আধ্যাত্মিক সাধনার পবিত্র ভূমি। ওই অঞ্চলে যারা তীর্থযাত্রার উদ্দেশে যান, তারা কেউ কৈলাসের চূড়ায় আরোহণ করেন না। বরং, পর্বতটির চারপাশে প্রদক্ষিণ করেন। তিব্বতি ঐতিহ্যে একে বলা হয় "কোরা"। তবে কৈলাস প্রদক্ষিণের ক্ষেত্রে তারা নিজ নিজ ধর্মের পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এদিকে, অনেকে আবার মানস সরোবরের পানিকে পবিত্র মনে করেন। বাংলায় মানস সরোবর নামে পরিচিত এই হ্রদটি ইংরেজিতে ও স্থানীয় ভাষায় মান সরোবর বলে ডাকা হয়। সম্প্রতি ওই জায়গাটিতে তীর্থযাত্রায় যাওয়ার সময় আকস্মিক বন্যায় নিখোঁজ হয়েছেন অনেকে যাদের মধ্যে বিদেশি নাগরিকও রয়েছেন। ফলে আবারো এটি আলোচনায় উঠে এসেছে। কিন্তু কৈলাস ও মানস সরোবরের অবস্থান ঠিক কোথায়? কেন এতগুলো ধর্মের কাছে একই জায়গা পবিত্র হয়ে উঠলো? আর আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থার যুগেও সেখানে পৌঁছানো এত কঠিন কেন? কৈলাস পর্বত ও মানস সরোবর দু'টিই তিব্বতে অবস্থিত, যা চীনের একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। তবে অঞ্চলটি একইসাথে আবার নেপাল ও ভারতের সীমান্তের খুবই কাছাকাছি। কৈলাস পর্বতের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ছয় হাজার ৬৩৮ মিটার বা ২১ হাজার ৭৭৮ ফুট।। অর্থাৎ, বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত এভারেস্টের চেয়ে কৈলাস দুই হাজার মিটারেরও বেশি নিচু।

কৈলাসের কাছেই, দক্ষিণে হলো মানস সরোবর। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় চার হাজার ৬০০ মিটার উচ্চতায় থাকা একটি স্বাদু পানির হ্রদ এটি, যা এশিয়ার উচ্চতম স্বাদু পানির হ্রদগুলোর একটি। চীনের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, মানস সরোবর আয়তন প্রায় ৪১২ বর্গকিলোমিটার এবং গভীরতা প্রায় ৪৬ মিটার। হ্রদটিতে প্রায় দুই হাজার কোটি ঘনমিটার পানি রয়েছে। শীতকালে মানস সরোবরের পানি জমে বরফ হয়ে যায়। মানস সরোবরের পাশেই রয়েছে রাক্ষসতাল বা লানাগ-তসো নামে আরেকটি হ্রদ। মানস সরোবরের পানি স্বাদু হলেও রাক্ষসতালের পানি লবণাক্ত। ইউনেস্কোর তথ্যে মানস সরোবর, রাক্ষসতাল এবং কৈলাসকে একই বৃহত্তর "স্যাকরেড মাউন্টেনস অ্যান্ড লেকস" অঞ্চলের অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ভৌগোলিকভাবে এই অঞ্চলটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইউনেস্কো বলছে, এখান থেকেই এশিয়ার চারটি বড় নদীর উৎপত্তি হয়েছে। সিন্ধু, শতদ্রু, ব্রহ্মপুত্র এবং কর্ণালী নদীর উৎস এখান থেকে। দুর্গম এই পাহাড় ও হ্রদ অবশ্য শুধু ভৌগোলিক কারণেই পরিচিত নয়। শত শত বছর ধরে কৈলাস ও মানস সরোবরকে কেন্দ্র করে তীর্থযাত্রার ঐতিহ্য রয়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও বন ধর্মের অনুসারীদের কাছে এই অঞ্চলের আলাদা ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে। চার ধর্মের কাছে কেন পবিত্র? ইউনেস্কো বলছে, এই অঞ্চলে ধর্মীয় উপাসনার ইতিহাস প্রায় তিন হাজার বছরের পুরোনো। হিন্দু ধর্মে কৈলাসকে দেবতা শিব ও দেবী পার্বতীর আবাসস্থল হিসেবে বিশ্বাস করা হয়। হিন্দু পুরাণ ও ধর্মীয় সাহিত্যেও কৈলাসের উল্লেখ রয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কুশল বরণ চক্রবর্তী বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'শিব বৈদিকযুগ থেকেই উপাসিত। ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলে কৈলাস পর্বতের স্বর্ণশিখরে বসবাসকারী দেবতা শিবের উল্লেখ আছে। হিন্দুদের পঞ্চমতের সবাই এটা বিশ্বাস করে। এদের মধ্যে শৈব ও শাক্ত কৈলাসকে পরম গন্তব্য হিসেবে মনে করে।' ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলো ((দেব-দেবি বা শক্তির প্রশংসা বর্ণনা করে রচিত পদ্য, শ্লোক বা স্তব)) সাধারণভাবে খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ১৫০০ থেকে ১২০০ সালের মধ্যে রচিত। অর্থাৎ, আজ থেকে প্রায় তিন হাজার দু''শো থেকে সাড়ে তিন

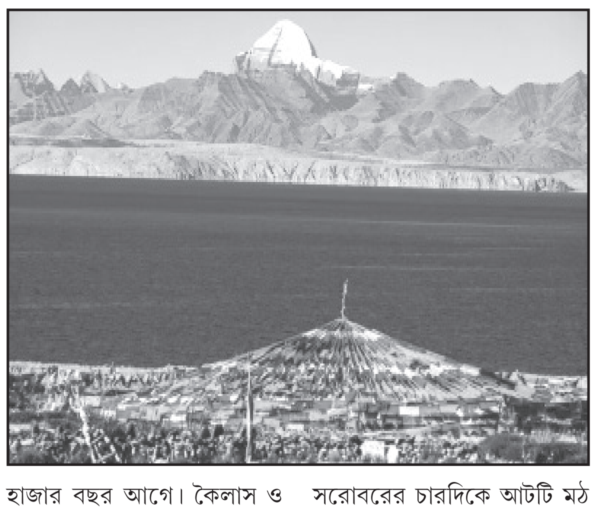

হাজার বছর আগে। কৈলাস ও শিবের সম্পর্ক বোঝাতে তিনি সংস্কৃতের দু'টি শ্লোকের কথাও উল্লেখ করেন। 'কৈলাশশিখরাভাসং হিমবদগিরিসংস্থিতম নীলকণ্ঠং ত্র্যক্ষং চ তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।।'

'কৈলাশশিখরে রম্যে শঙ্করস্য শুভে গৃহে। দেবতাস্তত্র মোদন্তি তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।।' এর অর্থ হলো- 'কৈলাশ পর্বতের স্বর্ণশিখরের মতো জ্যোতির্ময়, হিমগিরিতে সংস্থিত, নীলকণ্ঠ ত্রিনেত্র রূপ শিবে আমার মন সংযুক্ত হোক। রমনীয় কৈলাশ পর্বতের শুভ গৃহে বা শিবের নিবাসে দেবতারা সদা আনন্দে বিরাজ করেন, সেই আমার মন শিবসঙ্কল্পময় বা শিবের সঙ্গে সংযুক্ত হোক।' কুশল বরণ চক্রবর্তী বলেন, 'মন্ত্রের মাঝেই কৈলাস শব্দটি আছে। ঋগ্বেদের যুগ থেকে যদি স্থানটি এতটা পবিত্র বিষয় হয়, তাহলে সেই পরম্পরাই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।' অন্যদিকে, মানস সরোবরও হিন্দুদের কাছে পবিত্র হ্রদ। তারা মানস সরোবরের তীরে প্রার্থনা ও পূজা করেন এবং হ্রদের পানিকে পবিত্র মনে করে তা সংগ্রহ করেন। ঐতিহ্যগতভাবে এই হ্রদে স্নানেরও প্রচলন রয়েছে। বিশ্বাস করা হয়, মানস সরোবরে স্নান করলে পাপ থেকে মুক্তি ও আত্মিক শুদ্ধি লাভ করা যায়। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রার সরকারি গাইডেও মানস সরোবরে ধর্মীয় আচার ও পবিত্রতার এই বিশ্বাসের উল্লেখ রয়েছে। ইউনেস্কোর নথি অনুযায়ী, কৈলাস পর্বতের চারদিকে চারটি বড় গোম্পা বা বৌদ্ধ মঠ রয়েছে। আর মানস সরোবরের চারদিকে আটটি মঠ রয়েছে। বৌদ্ধদের কাছেও কৈলাস অত্যন্ত পবিত্র। তিব্বতি ভাষায় পর্বতটি "কাং রিনপোচে" নামে পরিচিত, যার অর্থ অনেকটা "তুষারের মূল্যবান রত্ন"। হিমালয় অঞ্চলের শিল্প ও ধর্মীয় ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করা যুক্তরাষ্ট্রের রুবিন মিউজিয়াম অব হিমালয়ান আর্ট-এর তথ্য অনুযায়ী, বৌদ্ধদের একটি অংশ বিশ্বাস করেন, কৈলাসই পৌরাণিক মেরু পর্বত বা মহাবিশ্বের কেন্দ্র। ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টারে চীনের জমা দেওয়া নথি অনুযায়ী, বিভিন্ন সময়ে বিশিষ্ট বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মানস সরোবরের তীরে সাধনা ও ধর্মীয় আচারও পালন করেছেন। বৌদ্ধদের কাছে কৈলাসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কুশল বরণ চক্রবর্তী এও বলেন,'ভুটান, চীন, তিব্বত, ভারতের সিকিম ও দার্জিলিং-এ, কাশ্মীরের লাদাখে, মঙ্গোলিয়ার মহাযানপন্থি বৌদ্ধরা বিভিন্ন দেব-দেবতার উপাসনা করে। বাংলায়ও পালযুগে মহাযানপন্থি বৌদ্ধরা ছিল। সেজন্য বাংলার জাদুঘরগুলোতে বৌদ্ধদের প্রচুর দেব-দেবতার মূর্তি আছে। যেমন- মারিচী, হিড়ম্ব, বজ্রস্বত্ব। মহাযানপন্থিদের কাছে ভৈরব খুব গুরুত্বপূর্ণ, শিবেরই একটা রূপ ভৈরব।' বন ধর্মে কৈলাসের গুরুত্ব আরও পুরোনো তিব্বতি ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। বন ধর্মের অনুসারীদের কাছে কৈলাস তাদের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র ও উপাসনার অন্যতম পবিত্র স্থান। কৈলাস-মানস সরোবর অঞ্চলকে ঘিরে বন ধর্ম ও তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ ছিল। কথিত আছে, একাদশ শতকে মানস সরোবরের তীরে দুই ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বড় ধরনের একটি প্রতিযোগিতা হয়েছিল। এতে তিব্বতি বৌদ্ধরা জয়ী হয়।

হিন্দু ও বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীরা সাধারণত ঘড়ির কাঁটার দিকে কৈলাস প্রদক্ষিণ করেন। হিন্দু ধর্মে এই প্রদক্ষিণকে পরিক্রমা বলা হয়। আর তিব্বতি বৌদ্ধ ঐতিহ্যে এই প্রদক্ষিণকে "কোরা" বলা হয়। কোনো কোনো তিব্বতি তীর্থযাত্রী পুরো পথ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে করতে সম্পন্ন করেন। অন্যদিকে, বন ও জৈন অনুসারীরা প্রদক্ষিণ করেন ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে, এমনটাই বলা আছে ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্যের পিথোরাগড় জেলা প্রশাসনের সরকারি ওয়েবসাইটে। পুরো প্রদক্ষিণের পথটি প্রায় ৫২ কিলোমিটার। এক দিনে পায়ে হেঁটে এই পথ পাড়ি দেওয়া সহজ নয়। সাধারণত মানুষ তিন দিনে এই পথ শেষ করেন। এই যাত্রায় তীর্থযাত্রীদের প্রচণ্ড ঠান্ডা, হঠাৎ বদলে যাওয়া আবহাওয়া, ভূমিধস ও দুর্গম পথসহ নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলা করতে হয়। জৈন ধর্মেও কৈলাসকে পবিত্র স্থান হিসেবে দেখা হয়। জৈনদের বিশ্বাস, তাদের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব এই স্থানে নির্বাণ লাভ লাভ করেছিলেন। ইউনেস্কোর নথিতেও এটি উল্লেখ আছে। এ প্রসঙ্গে কুশল বরণ চক্রবর্তী বলেন, 'ভগবান ঋষভদেব যেমন জৈনদের আদি তীর্থঙ্কর, উনি সনাতন ধর্মে (ভাগবত পুরাণ) বিষ্ণুরও অবতার। তার যে শক্তি, তিনি হলেন পদ্মাবতী। পদ্মাবতী-ই হলেন মনসা। বাংলায় ঘরে ঘরে যার পূজা হয়।' তাই, ভারত বর্ষে উৎপন্ন ধর্মগুলোকে আলাদা করা কঠিন এবং আগে এতটা বিভাজন ছিল না। সে কারণেই এই স্থানটি একাধিক ধর্মের অনুসারীদের কাছে এতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মত তার।

কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা কঠিন কেন? তীর্থযাত্রীরা কয়েকটি পথ দিয়ে কৈলাস-মানস সরোবরে যেতে পারেন। একটি হলো ভারতের উত্তরাখণ্ডের লিপুলেখ পাস, অন্যটি সিকিমের নাথু লা পাস দিয়ে। এর বাইরে আরেকটি পরিচিত রুট হলো কাঠমান্ডু (নেপাল)। তবে ভারতের লিপুলেখ ও নাথু লা পাস দিয়ে কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রায় শুধু বৈধ ভারতীয় পাসপোর্টধারী ভারতীয় নাগরিকরা অংশ নিতে পারেন, বিদেশি নাগরিকরা নয়। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতি বছর জুন থেকে অগাস্ট বা সেপ্টেম্বরের মাঝে এই আয়োজন করে। লিপুলেখ পাস দিয়ে যেতে হলে অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হয়। আর নাথু লা পাস দিয়ে গেলে তুলনামূলক কম হাঁটতে হয়। তবে এই পথ দিয়ে সময় লাগে ২০ দিনেরও বেশি। বাংলাদেশিসহ অন্যান্য বিদেশি তীর্থযাত্রীরা সাধারণত নেপাল হয়ে তিব্বতে প্রবেশ করেন। এক্ষেত্রে তীর্থযাত্রীদের চীনের ভিসার পাশাপাশি তিব্বতে ভ্রমণের প্রয়োজনীয় অনুমতি নিতে হয় এবং অনুমোদিত ট্যুর অপারেটরের মাধ্যমে যাত্রার ব্যবস্থা করতে হয়। আবার, চীনের ভেতর থেকে লাসা হয়েও কৈলাস-মানস সরোবর সরোবর যেতে পারেন বিদেশিরা। তবে তখনও তাদের তিব্বত ভ্রমণের প্রয়োজনীয় বিশেষ অনুমতি লাগে। বিবিসি সংবাদদাতা লরা বিকার জানিয়েছেন, তীর্থযাত্রীরা যে কৈলাশ পর্বতের দিকে যান তার জন্য বিশেষ অনুমতিপত্র লাগে। নেপালের দিক থেকেও যে হাজারো মানুষ তীর্থযাত্রায় যান তাতেও একটি স্বীকৃত কোম্পানির মাধ্যমে চারটি ভিন্ন অনুমতিপত্র লাগে। তিব্বত অঞ্চলটি রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল এলাকা। চীন ১৯৫০ সালে তিব্বতকে নিজেদের ভূখণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং তখন থেকেই এটিকে তারা নিয়ন্ত্রণ করছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নেশামুক্ত ভারত অভিযান ও ভারতীয় ন্যায় সংহিতা নিয়ে বেড়িমুড়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সিবিসি'র উদ্যোগে সচেতনতামূলক কর্মসূচি

আগরতলা, ২৮ আগস্ট ২০২৬: নেশামুক্ত ভারত অভিযান এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস), ২০২৩ নিয়ে সমন্বিত যোগাযোগ ও জনসংযোগ কর্মসূচির (আইসিওপি) আয়োজন করল কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনস্ত সেন্ট্রাল ব্যুরো অব কমিউনিকেশনের (সিবিসি) আগরতলা ফিল্ড অফিস। শুক্রবার পশ্চিম ত্রিপুরার বামুটিয়া এলাকার বেড়িমুড়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন দীপক কুমার সিং। সম্মাননীয় অতিথি ছিলেন বেড়িমুড়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কমলাসুন্দরী দেববর্মা। বিশেষ অতিথি বেড়িমুড়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিলন গুপ্ত। আলোচ্য বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বক্তা হিসেবে ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধিকর্তা দেবাশিস লোধ এবং 'মানুষ পত্রিকা'র সাংবাদিক বাদলচন্দ্র দাস।

অনুষ্ঠানে বক্তারা পড়ুয়া ও যুবসমাজের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক বিষয় এবং মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর উপর জোর দেন। একইসঙ্গে স্বাস্থ্যকর, দায়িত্বশীল ও উৎপাদনশীল জীবনযাপনে উৎসাহিত করার কথাও বলেন। সঙ্গে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩-এর গুরুত্বপূর্ণ বিধান সম্পর্কে সচেতন হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে বক্তারা জানান, আইনি কাঠামো সম্পর্কে জ্ঞান তরুণদের নিজেদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করবে। দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে পড়ুয়াদের গড়ে তোলাই ছিল কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য।

নেশামুক্ত ভারত অভিযান নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন দেবাশিস লোধ। ব্যক্তি, পরিবার এবং বৃহত্তর সমাজের উপর মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরে তিনি নেশামুক্ত ভারত গড়ার অভিযানে যুবসমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেন। নেশার ক্ষতিকর পরিণতি সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে পড়ুয়াদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩ নিয়ে দেবাশিস লোধ তরুণদেরকে এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলি সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।কর্মসূচির অংশ হিসেবে আসামের করিমগঞ্জের 'সপ্তর্ষি কলা কেন্দ্র' সংস্থা নৃত্য ও নাটক পরিবেশন করে। কর্মসূচির মূল বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি এই পরিবেশনার মাধ্যমে মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের অপব্যবহার প্রতিরোধের বার্তা তুলে ধরা হয়।পড়ুয়াদের সচেতনতা বাড়ানো এবং তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহ দিতে একটি উন্মুক্ত কুইজ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। পরে প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার।

কৃষি উদ্যোগপতি ও এফপিওগুলির জন্য কম সুদে ঋণ, ভর্তুকি বাড়ানোর ঘোষণা অসম মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২৮ আগস্ট (আইএএনএস): কৃষি উদ্যোগপতি এবং ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন (এফপিও)-গুলিকে আর্থিকভাবে আরও সহায়তা দিতে বড় পদক্ষেপের ঘোষণা করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। শুক্রবার তিনি জানান, এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড-এর আওতায় কৃষি উদ্যোগপতি ও এফপিওগুলি সর্বোচ্চ ২ কোটি টাকা পর্যন্ত কম সুদের ঋণ পাবেন। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ফরমালাইজেশন অব মাইক্রো ফুড প্রসেসিং এন্টারপ্রাইজেস প্রকল্পের সুবিধাও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে একত্রে নেওয়া যাবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ মুখ্যমন্ত্রী জানান, কৃষি পরিকাঠামো শক্তিশালী করা এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এআইএফ প্রকল্পের আওতায় ঋণ নেওয়া সুবিধাভোগীরাও প্রকল্পের আওতায় অতিরিক্ত সহায়তা পাওয়ার সুযোগ পাবেন।

এআইএফ প্রকল্পের অধীনে যোগ্য কৃষি পরিকাঠামো প্রকল্পের জন্য ঋণের ক্ষেত্রে ৩ শতাংশ সুদে ছাড় দেওয়া হয়। অন্যদিকে, পিএমএফএমই প্রকল্পের আওতায় যোগ্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থাগুলিকে ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত মূলধনী ভর্তুকি দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং কমন ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য সর্বোচ্চ ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত সহায়তার সুযোগ রয়েছে।

দুটি প্রকল্পের সুবিধা একত্রে পাওয়ার ফলে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং কৃষি-সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যুক্ত উদ্যোগগুলির জন্য আর্থিক সহায়তা আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। এর ফলে পরিকাঠামো গড়ে তোলা, ব্যবসার পরিধি বাড়ানো এবং কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে উদ্যোগপতিদের সুবিধা হবে।

এআইএফ মূলত ফসল কাটার পরবর্তী পরিকাঠামো এবং কমিউনিটি ফার্মিং অ্যাসেট তৈরিতে বিনিয়োগে সহায়তা করে। অন্যদিকে প্রকল্পের লক্ষ্য ক্ষুদ্র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে আধুনিকীকরণ ও আনুষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসা।

দুটি প্রকল্পের সুবিধা একত্রে দেওয়ার ফলে ঋণের আর্থিক চাপ কমার পাশাপাশি কৃষি উদ্যোগপতি ও এফপিওগুলির মূলধনে প্রবেশাধিকার আরও সহজ হবে বলে মনে করছে সরকার। গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান ও জীবিকার সুযোগ তৈরিতে কৃষি উদ্যোগ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং মূল্য সংযোজনকে আরও উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে জানানো হয়েছে।

দ্রুতগতির স্লিপার বাস সেতুর দেওয়ালে ধাক্কা, মধ্যপ্রদেশে মৃত ৪, আহত ১১

ভোপাল, ২৮ আগস্ট (আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলায় দ্রুতগতির একটি স্লিপার বাস সেতুর দেওয়ালে ধাক্কা দেওয়ায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে বাসের চালকও রয়েছেন। এই দুর্ঘটনায় আরও ১১ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে কানপুর থেকে ইন্দোর যাওয়ার পথে বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

পুলিশ জানিয়েছে, সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ বিয়াওরার ভোপাল বাইপাস সেতুতে একটি বাঁক নেওয়ার সময় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতুর দেওয়ালে সজোরে ধাক্কা মারে। রাজগড়ের পুলিশ সুপার (এসপি) অমিত টোলানি জানান, প্রাথমিকভাবে অতিরিক্ত গতিকেই দুর্ঘটনার কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। তবে ঠিক কীভাবে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারাল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ধাক্কার জেরে বাসের উপরের তলার স্লিপার অংশের জানালাগুলি ভেঙে যায়। কয়েকজন যাত্রী সেতু থেকে নিচে পড়ে যান, আবার কেউ সেতুর কাঠামোর ওপর ছিটকে পড়েন। দুর্ঘটনায় বাসটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাসের ভিতরে আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধার করেন। আহতদের প্রথমে বিয়াওরা সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁদের চিকিৎসা শুরু হয়। আহতদের মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ভোপালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের পরিচয় শনাক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। মৃতদের মধ্যে বেঙ্গালুরুর একজন থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং একজন সাইবার ইন্সপেক্টরও রয়েছেন বলে জানা গেছে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। ঘটনাস্থলে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পরে রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী নারায়ণ সিং পানওয়ার এবং পুলিশ সুপার অমিত টোলানি বিয়াওরা সিভিল হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে আহতদের শারীরিক অবস্থা ও চিকিৎসার বিষয়ে খোঁজ নেন।

দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। বিশেষ করে সেতুর বাঁকে বাসটি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ হারাল এবং দুর্ঘটনার সময় বাসটির গতি কত ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অরবিন্দ জেনারেল ডিগ্রি কলেজে 'জনশিক্ষা কর্মসূচি'র আয়োজন করেছে কেভিআইসি'র আগরতলাস্থিত রাজ্য কার্যালয়

আগরতলা, ২৮ আগস্ট ২০২৬: ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ (এমএসএমই) মন্ত্রকের অধীনস্থ আগরতলাস্থিত 'খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন' (কেভিআইসি), শ্রী অরবিন্দ জেনারেল ডিগ্রি কলেজের সহযোগিতায় ২৭ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্যোগপতি হওয়ার বিষয়ে সচেতনতা ও মানসিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং গ্রামীণ এলাকায় গড়ে তোলা সম্ভব এমন কর্মসংস্থান-সৃষ্টিকারী প্রকল্প ও কর্মসূচির সুযোগ সম্পর্কে তাদের অবহিত করতে একদিনের একটি 'জন-শিক্ষা কর্মসূচি'র আয়োজন করে।কেভিআইসি -এর আগরতলাস্থিত রাজ্য কার্যালয় 'একদিনের গণ-শিক্ষা কর্মসূচি'-তে অংশগ্রহণকারীদের সৃজনশীলতা ও স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সেমিনার, একটি প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা এবং একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল।অনুষ্ঠানটি শুরু করার আগে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন এবং পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধা নিবেদনের পর স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন শ্রী অরবিন্দ জেনারেল ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ড় দীপঙ্কর চক্রবর্তী।

কলেজের ছাত্রদের একটি দেশাত্মবোধক গানের মধ্য দিয়ে সেমিনারটির শুরু হয়। আমন্ত্রিত বক্তাদের সংবর্ধনা জানান

কেভিআইসি, আগরতলার রাজ্য কার্যালয়ের অধিকর্তা ড় বিনীত চতুর্বেদী এবং কেভিআইসি-র অন্যান্য আধিকারিকরা। আমন্ত্রিত বক্তা ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড় সত্য দেব মিশ্র গান্ধীবাদী আদর্শ ও স্বনির্ভরতা বিষয়ক গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেন এবং মানুষকে স্বাধীন, আত্মবিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল হয়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ করেন। রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহকারি অধ্যাপক ড় সবিতা মিশ্র গান্ধীবাদী দর্শনের ওপর বক্তব্য রাখার সময় স্কুলস্তরে হস্তশিল্প-ভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বিশেষ করে চরকা ও তাকলির উদাহরণ দেন এবং এনইপি ২০২০-এ গান্ধীবাদী শিক্ষাপদ্ধতি অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া, শ্রী অরবিন্দ জেনারেল ডিগ্রি কলেজের (ইংরেজি মাধ্যম) ইতিহাস বিভাগের সহকারি অধ্যাপক ড় নির্মাল্য কর্মকার ''স্বাধীনতার গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি: চরকা, খাদি ও স্বদেশি চেতনা'' বিষয়ক একটি দৃশ্য-উপস্থাপনা তুলে ধরেন। এর উদ্দেশ্য ছিল তরুণদের স্বাধীনচেতা হতে অনুপ্রাণিত করা এবং তাদের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা সঞ্চারিত করা।

অনুষ্ঠানটি চলাকালে ত্রিপুরার 'রিয়াং' সম্প্রদায়ের একদল কলেজ শিক্ষার্থী একটি নৃত্য পরিবেশন করে। এছাড়া, উদ্যোক্তা হওয়া এবং নিজস্ব উদ্যোগ গড়ে তোলার সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আগরতলা কেভিআইসি-র অধিকর্তা ড় বিনীত চতুর্বেদী এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি মতবিনিময় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী অরবিন্দ জেনারেল ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন পর্বের আগে, প্রবন্ধ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের জন্য পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করার পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে অবদান রাখার আহ্বানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি হয়।

গুজরাটে ৪২টি চাঁদিপুরা ভাইরাস সংক্রমণ শনাক্ত, মৃত ২৮

গান্ধীনগর, ২৮ আগস্ট (আইএএনএস): চলতি নজরদারি পর্বে গুজরাটে এখনও পর্যন্ত ৪২টি ল্যাবরেটরি-নিশ্চিত চাঁদিপুরা ভাইরাস সংক্রমণের ঘটনা শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য থেকে এই পরিসংখ্যান জানা গেছে।স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য অনুযায়ী, ৩০ জুন থেকে শুরু হওয়া বর্তমান নজরদারি পর্বে রাজ্যে মোট ৩২৪টি সন্দেহভাজন সংক্রমণের ঘটনা রিপোর্ট হয়েছে। এর মধ্যে ১০টি নমুনার পরীক্ষার ফল এখনও অপেক্ষমাণ।২৭ আগস্ট বিকেল ৫টা পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৩২৪টি সন্দেহভাজন ঘটনার মধ্যে ৩১৪টি নমুনার পরীক্ষার ফল হাতে এসেছে। পরীক্ষিত নমুনার মধ্যে ৪২টি চাঁদিপুরা ভাইরাস পজিটিভ পাওয়া গেছে। নিশ্চিত আক্রান্তদের মধ্যে ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া আক্রান্তের ভিত্তিতে মৃত্যুর হার প্রায় ৬৬.৭ শতাংশ।চলতি মাসের শুরুতে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের তুলনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে। ১৪ আগস্ট পর্যন্ত গুজরাটে ২৫৭টি সন্দেহভাজন ঘটনা, ৪১টি নিশ্চিত সংক্রমণ এবং ২৭টি মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল। তখন ১১টি নমুনার পরীক্ষার ফল অপেক্ষমাণ ছিল।চাঁদিপুরা ভাইরাস একটি আর্বোভাইরাস, যা তীব্র এনসেফালাইটিস বা মস্তিষ্কে প্রদাহের মতো জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। এই ভাইরাসে বিশেষ করে শিশুরা বেশি আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্টোল-এর তথ্য অনুযায়ী, বালিমাছি বা স্যান্ডফ্লাইয়ের মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়ায় এবং দ্রুতগতিতে এনসেফালাইটিস বা এনসেফালোপ্যাথি তৈরি করতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে এই রোগে মৃত্যুর হারও উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।গুজরাটে এর আগেও চাঁদিপুরা ভাইরাসের বড় ধরনের প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে। ২০২৪ সালের প্রাদুর্ভাবের সময় এনসিডিসি রাজ্যের নজরদারি ও রোগ মোকাবিলা ব্যবস্থাকে সহায়তা করতে বহুবিভাগীয় দল পাঠিয়েছিল। দলটি রোগের বিস্তার সংক্রান্ত তদন্তের পাশাপাশি সম্ভাব্য বাহক শনাক্ত করতে কীটতাত্ত্বিক নজরদারিও চালায়।বর্তমান নজরদারি পর্বে বর্ষার সময় থেকেই আক্রান্তের ঘটনা সামনে আসতে শুরু করে। চলতি মাসের গোড়ায় স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছিল, বিভিন্ন জেলার হাসপাতালে আক্রান্তদের পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসা চলছে। সে সময় রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রফুল পাংশেরিয়া বলেছিলেন, কোনও একটি নির্দিষ্ট গ্রামে সংক্রমণ সীমাবদ্ধ না থেকে বিভিন্ন এলাকা থেকে আক্রান্তের খবর আসছে।আরও ১০টি নমুনার পরীক্ষার ফল এখনও পাওয়া যায়নি। ফলে সেগুলির ফল প্রকাশের পর নিশ্চিত আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা পরিবর্তিত হতে পারে। চাঁদিপুরা ভাইরাস শনাক্ত করতে পরিমাণগত পিসিআর -সহ বিভিন্ন ল্যাবরেটরি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

সরকারি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৮.৫০ লক্ষ টাকা প্রতারণা জম্মু-কাশ্মীরে এফআইআর

শ্রীনগর, ২৮ আগস্ট (আইএএনএস): সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার পাশাপাশি পাহেলগামে শ্রী অমরনাথজি যাত্রার সময় তাবু বসানোর অনুমতি করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জম্মু-কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৮.৫০ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়া এবং অমরনাথ যাত্রার সময় পাহেলগামে তাবু বসানোর অনুমতি করিয়ে দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগে লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর মামলা রুজু করা হয়।

খানাবাল পুলিশ পোস্টে হাসান নুর, আইশমুকামের বাসিন্দা এবং বর্তমানে জিডিসি বয়েজ হস্টেল, খানাবালে থাকা ওয়াহিদ আহমেদ ইটুর কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া যায়। অভিযোগে তিনি অনন্তনাগের বিজবেহারার ক্রান্ডিগামের বাসিন্দা আবিদ হুসেন নেংরুর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ করেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্ত দাবি করেছিলেন যে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তিনি পুলিশ দফতরে স্পেশাল পুলিশ অফিসার হিসেবে সরকারি চাকরি পাইয়ে দিতে পারবেন। পাশাপাশি, অমরনাথ যাত্রায় আসা তীর্থযাত্রীদের জন্য পাহেলগামে তাবু বসানোর অনুমতিও করিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

এই প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাসের ভিত্তিতে অভিযোগকারীকে প্রভাবিত করে তাঁর কাছ থেকে মোট ৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগের ভিত্তিতে অনন্তনাগ থানায় বিএনএস-এর ৩১৮(৪) এবং ৩৫১(৩) ধারায় এফআইআর নম্বর ২৮৩/২০২৬ নথিভুক্ত করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অনন্তনাগ পুলিশ জানিয়েছে, সরকারি চাকরি বা অন্যান্য সরকারি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা ও সাধারণ মানুষকে শোষণের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একইসঙ্গে এই ধরনের ভুয়ো প্রতিশ্রুতির ফাঁদে না পড়তে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, টাকা, জমি, চাকরি-সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রতারণার অভিযোগের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে তদন্ত চলছে। প্রতারকরা অনেক সময় প্রভাবশালী ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলের নাম ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করে, যদিও বাস্তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্কই থাকে না।

তৃণমূলের বিলবোর্ড বিতর্কে ১৩ জন গ্রেপ্তার, অভিষেক ডেরেকসহ একাধিক নেতার বিরুদ্ধে তিনটি এফআইআর

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (আইএএনএস): কলকাতার ক্যামাক স্ট্রিটে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির ছাদ থেকে বেআইনি বিলবোর্ড সরানোকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার ঘটনায় ১৩ জন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশ। একইসঙ্গে এই ঘটনায় তিনটি পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাগুলিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩-এর একাধিক জামিন অযোগ্য ধারা রয়েছে বলে শুক্রবার সকালে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ।

শেক্সপিয়র সরণি থানায় দায়ের হওয়া তিনটি মামলার মধ্যে একটি ওই থানার এক পুলিশ আধিকারিকের অভিযোগের ভিত্তিতে, দ্বিতীয়টি পার্ক স্ট্রিট থানার এক পুলিশকর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতে এবং তৃতীয়টি কলকাতা পুরনিগমের অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের হয়েছে।

শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ আধিকারিক এবং কলকাতা পুরনিগমের অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের হওয়া দুটি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং দলের নেতা হুমায়ুন কবীর ও বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ একাধিক ব্যক্তির নাম রয়েছে। অন্যদিকে, পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিশ আধিকারিকের অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের হওয়া মামলাটি অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে করা হয়েছে।

কলকাতা পুলিশের দাবি, বৃহস্পতিবার ক্যামাক স্ট্রিটের ৯ নম্বর বাড়ির ছাদে থাকা বেআইনি হোর্ডিং সরানোর জন্য কলকাতা পুরনিগম লিখিতভাবে পুলিশের সাহায্য চায়। সেই অনুযায়ী শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ আধিকারিকরা পুরনিগমের কর্মীদের সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছন। পুলিশের অভিযোগ, পুলিশ ও পুরনিগমের কর্মীরা সেখানে পৌঁছতেই মামলায় নাম থাকা ব্যক্তিদের-সহ বহু তৃণমূল সমর্থক জড়ো হন এবং তাঁদের বাড়ির ভিতরে ঢুকতে বাধা দেন। সরকারি নির্দেশ কার্যকর করতেও বাধা দেওয়া হয় বলে পুলিশের দাবি।

ঘটনায় পুলিশ আধিকারিক ও পুরকর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগও উঠেছে। এমনকি কর্তব্যরত এক মহিলা পুলিশকর্মীকে মারধর এবং তাঁর শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগ করেছে পুলিশ। পাশাপাশি পুলিশকে গালিগালাজ ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ।বৃহস্পতিবার দুপুরে বেআইনি বিলবোর্ড সরাতে কলকাতা পুরনিগমের আধিকারিকরা কলকাতা পুলিশের সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর পর থেকেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসের সামনে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং তাঁদের সহযোগীরা পুরকর্মী ও পুলিশকর্মীদের পথ আটকে দেন বলে অভিযোগ।অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পুরনিগমের বিলবোর্ড সরানোর নির্দেশের আইনি বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, নির্দেশের কপির সঙ্গে বিলবোর্ডের ছবি সংযুক্ত না থাকায় সেটি বৈধ নয়। এরপর পুরনিগমের আধিকারিকরা সংশোধিত নির্দেশ নিয়ে ফের ঘটনাস্থলে আসেন।

পরবর্তীতে পুলিশ গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে। পুরকর্মীরা পুলিশি নিরাপত্তায় সিঁড়ি দিয়ে ভবনের ছাদে উঠতে গেলে তৃণমূল সমর্থকরা মানবপ্রাচীর তৈরি করে তাঁদের আটকানোর চেষ্টা করেন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মহিলা তৃণমূল কর্মীও ছিলেন বলে জানা গেছে।এরপর পুলিশ ও তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ পথ পরিষ্কার করে পুরনিগমের আধিকারিকদের ছাদে পৌঁছতে সাহায্য করে। পরে বেআইনি বিলবোর্ডটি ভেঙে সরিয়ে ফেলা হয়।

সরোজ লেইন এলাকাবাসীর উদ্যোগে ৫ম বর্ষের গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে খুঁটি পূজা সম্পন্ন।

কাজের সন্ধান

ইন্ডিয়ান অয়েলে ৯০৩ নিয়োগ ত্রিপুরা থেকে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে বিশেষ করে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডে ইঞ্জিনিয়ার, অফিসারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। অপর এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আই.ও.সি.এল-এই টেকনিশিয়ান, গ্র্যাজুয়েট এন্ড ট্রেড এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৩৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — বহিঃরাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ কর্পোরেট সেক্টরে ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার এবং টেকনিশিয়ান, গ্র্যাজুয়েট এন্ড ট্রেড এপ্রেন্টিস ইত্যাদি বিভিন্নপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ০১-০৭-২০২৬ তারিখের হিসেবে অনূর্ধ্ব ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। তবে পৃথক পৃথক পদের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ভিন্নতর। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তির নম্বর আইওসিএল/ সিও-এইচআর/ রিক্রুট/ ২০২৬/ ০১। তারিখ ১৪ আগস্ট, ২০২৬। অপর এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ৩১-০৮-২০২৬ তারিখের হিসেবে অনূর্ধ্ব ২৪-এর মধ্যে বয়স হলে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তির নম্বর আইওসিএল/ মার্কেটিং/ এনআর/ এপিপিআর/ ২০২৬-২৭/ ১। তারিখ ২২ আগস্ট, ২০২৬। তবে সারা দেশব্যাপী জোন অনুযায়ী এই নিয়োগ সমূহের বিজ্ঞপ্তি নম্বরও বিভিন্ন।

দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তিগুলোর পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, যথাক্রমে ৩ ও ৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ যথাক্রমে ৩ ও ৬ সেপ্টেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। পরীক্ষা বা ইন্টারভিউতে ডাক পেলে ওই প্রিন্ট আউট এবং সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

প্রার্থিবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। বড় শহরগুলিতে পরীক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হবে। তবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর দিনতারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং প্রাথমিক বাছাই করেই পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। শূন্যপদগুলি হল ঃ — গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার (গ্রেড এ), ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার (গ্রেড ইও), অফিসার (মার্কেটিং) (গ্রেড এ), ল্ অফিসার (গ্রেড এ), অ্যাসিস্ট্যান্ট কোয়ালিটি কন্ট্রোল অফিসার (গ্রেড এও)। পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পদের নামঃ টেকনেশিয়ান এপ্রেন্টিস - মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল, ইলেপট্রনিক্স; ট্রেড এপ্রেন্টিস - ফিটার, ইলেকট্রিশিয়ান, ইক্ট্রেনিক্স মেকানিক, মেশিনিস্ট; গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিস। প্রতিক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের উর্ধ্বসীমা, বেতনক্রম, স্টাইপেন্ড ইত্যাদি বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মপ্রার্থীরা দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

অনলাইনে দরখাস্ত ও আগরতলায় পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ২,৪৮২ অফিসার

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে বিশেষ করে ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২,৪৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার পদে ২,৪৮২ জন নিয়োগ হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ব্যাঙ্ক অফ বরোদায়। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের সমস্ত সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফ্ট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ/ টেলিগ্রাম ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ/ টেলিগ্রাম নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ/ টেলিগ্রাম নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং বিওবি/ এইচআরএম/ আরইসি/ এডিভিটি/ ২০২৬/ ১৬, তারিখ ১৮-০৮-২০২৬। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৮-২০২৬-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর। এছাড়া, বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিতপদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন, মোট শূন্যপদ ২,৪৮২-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৩৫৮টি, এসটি'র জন্য ২৪০টি, ওবিসি'র জন্য ৬০০টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ৩০৩টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৯৮১টি পদ জেনারেল বা সাধারন প্রার্থীদের জন্য। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ১৩০টি পদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতার পাশাপাশি এবং ফিনান্স সেক্টরে নির্দিষ্ট সময় ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে সরাসরি সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলায় রাখা হয়েছে। পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। তবে উপযুক্ত বা শর্ট লিস্টেড প্রার্থীরাই ডাক পাবেন ইন্টারভিউর জন্য। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র অ্যাসোসিয়েট, কাস্টমার সাপোর্ট এন্ড সেলস্ (এস.বি.আই),**
শূন্যপদ ঃ ৯,১২৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১১৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৮৫৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **পিওন, কম্পিউটার অপারেটর, কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্যামেরাম্যান, ভিডিও এডিটর, স্ক্রিপ্ট রাইটার, কনসালটেন্ট, একাউন্ট্যান্ট, টেকনিক্যাল অফিসার, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১১৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অন্ততপক্ষে ১৮ বছর (পদ অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর,
লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার (আই.ও.সি.এল),**
শূন্যপদ ঃ ৪৭০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **গেস্ট ফ্যাকাল্টি (এন.ই.এইচ.ও),**
শূন্যপদ ঃ ১০৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে পি.জি ডিগ্রি পাশ, বি.এড পাশও হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের বহিঃরাজ্যে পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৬২৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে)
,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ সেপ্টেম্বরে, তবে কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল কোচ ফ্যাক্টরি),**
শূন্যপদ ঃ ৭৩৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টেকনিশিয়ান, গ্র্যাজুয়েট এন্ড ট্রেড এপ্রেন্টিস (আই.ও.সি.এল),**
শূন্যপদ ঃ ৪৩৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার (রাস্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ২,৪৮২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (এয়ারপোর্ট অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৩৮৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৪৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এম.ও (আই.টি.বি.পি),**
শূন্যপদ ঃ ২৮২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম.বি.বি.এস, এম.এস ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (পাওয়ারগ্রিড),**
শূন্যপদ ঃ ২৭০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, আইটিআই, বিই/ বিটেক ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে এপ্রেন্টিস পরীক্ষা ছাড়াই রেল মন্ত্রকে নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে ১০ সহস্রাধিক হলেও রেল কোচ ফ্যাক্টরিতে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৩৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ে অথবা মন্ত্রকের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারেন ৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ নির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ৫ সেপ্টেম্বর। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন বা ফ্যাক্টরি অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে সহস্রাধিক বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। সম্প্রতি রেল কোচ ফ্যাক্টরিতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০৫-০৯-২০২৬-এর হিসেবে অনূর্ধ্ব ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - এ-১/ ২০২৬। তারিখ ৭ আগস্ট, ২০২৬। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — ক্রমিক নং (১) ঃ ট্রেড ফিটার, অসংরক্ষিত ৯০টি, এসসি ২৭টি, এসটি ১৪টি, ওবিসি ৪৯টি, মোট ১৮০টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম ৭টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ৫টি সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ঃ ট্রেড ওয়েল্ডার (জি এন্ড ই), অসংরক্ষিত ১১১টি, এসসি ৩৩টি, এসটি ১৭টি, ওবিসি ৫৯টি, মোট ২২০টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম ৯টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ৭টি সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ঃ ট্রেড মেশিনিস্ট, অসংরক্ষিত ৩০টি, এসসি ৯টি, এসটি ৫টি, ওবিসি ১৬টি, মোট ৬০টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম ২টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ২টি সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ঃ ট্রেড পেইন্টার (জি), অসংরক্ষিত ২০টি, এসসি ৬টি, এসটি ৩টি, ওবিসি ১১টি, মোট ৪০টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম ২টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ১টি সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) ঃ ট্রেড কার্পেন্টার, অসংরক্ষিত ২০টি, এসসি ৬টি, এসটি ৩টি, ওবিসি ১১টি, মোট ৪০টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম ২টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ১টি সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৬) ঃ ট্রেড ইলেকট্রিশিয়ান, অসংরক্ষিত ৫৫টি, এসসি ১৭টি, এসটি ৮টি, ওবিসি ৩০টি, মোট ১১০টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম ৪টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ৩টি সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৭) ঃ ট্রেড এসি এন্ড রেফ্রিজারেটর মেকানিক, অসংরক্ষিত ২২টি, এসসি ৭টি, এসটি ৩টি, ওবিসি ১২টি, মোট ৪৪টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম ২টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ১টি সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৮) ঃ ট্রেড মেকানিক (মোটর ভেহিকল), অসংরক্ষিত ১০টি, এসসি ৩টি, এসটি ২টি, ওবিসি ৫টি, মোট ২০টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ১টি সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৯) ঃ ট্রেড ইলেকট্রনিক মেকানিক, অসংরক্ষিত ১০টি, এসসি ৩টি, এসটি ২টি, ওবিসি ৫টি, মোট ২০টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম ১টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ১টি সংরক্ষিত। মোট হিসেবে অসংরক্ষিত ৩৬৮টি, এসসি ১১১টি, এসটি ৫৭টি, ওবিসি ১৯৮টি, মোট ৭৩৪টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম ৩০টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ২২টি সংরক্ষিত। তবে এবিষয়ে বিস্তারিত বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। * স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় **জুনিয়র অ্যাসোসিয়েট, কাস্টমার সাপোর্ট এন্ড সেলস্** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯,১২৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮৫৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রাজ্যে সরকার অধিকৃত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা দপ্তরে **পিওন, কম্পিউটার অপারেটর, কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্যামেরাম্যান, ভিডিও এডিটর, স্ক্রিপ্ট রাইটার, কনসালটেন্ট, একাউন্ট্যান্ট, টেকনিক্যাল অফিসার, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অন্ততপক্ষে ১৮ বছর (পদ অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* আই.ও.সি.এল-এ **ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* নেহু বা নর্থইস্ট হিল ইউনিভার্সিটি-তে **গেস্ট ফ্যাকাল্টি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে পি.জি ডিগ্রি পাশ, বি.এড পাশও হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট, বাছাইকৃতদের বহিঃরাজ্যে পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ সেপ্টেম্বরে, তবে কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রেল কোচ ফ্যাক্টরিতে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৩৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * আই.ও.সি.এল-এ **টেকনিশিয়ান, গ্র্যাজুয়েট এন্ড ট্রেড এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৩৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২,৪৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ারপোর্ট অথরিটিতে **ম্যানেজার, জুনিয়র এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৮৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২০-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * আই.টি.বি.পি-তে **এম.ও** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম.বি.বি.এস, এম.এস ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * পাওয়ারগ্রিডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, আইটিআই, বিই/ বিটেক ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

28-08-26.pmd 2 29-08-2026, 00:17

দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ হচ্ছে: প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট: গত তিন বছরে রাজ্যে মোট ৫১টি প্রাণী হাসপাতাল ও প্রাথমিক প্রাণী হাসপাতালের সংস্কার এবং ৫টি প্রাথমিক প্রাণী হাসপাতালকে ভেটেরিনারি ডিসপেনসারিতে আপগ্রেড করা হয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক স্বপ্না দাস পালের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী সুধাংশু দাস এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, প্রাণীপালনের ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য দপ্তরের বিভিন্ন পরিকল্পনা রয়েছে। এরমধ্যে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে সাবসেন্টার, ডিসপেনসারি এবং পশু হাসপাতাল তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া এনইসির অর্থানুকূল্যে কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফার্ম উন্নয়ন ও স্থাপন, হাসপাতাল তৈরি, স্লটার হাউস ও পশুজাত পণ্য কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। একই সঙ্গে স্পেশাল অ্যাসিসটেন্স টু স্টেটস ফর ক্যাপিটেল ইনভেস্টমেন্ট (এসএএসসিআই)-এর মাধ্যমে জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট, ফিড অ্যানালাইটিক ল্যাব, পশুদের জন্য ব্লাড ব্যাঙ্ক এবং সরকারি আবাসন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদারের অন্য আরেকটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরে প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী সুধাংশু দাস জানান, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। ত্রিপুরার গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে এবং বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আগামী ৫ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের রোডম্যাপ নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী জানান, দুধ খাতে জনপ্রতি উপলব্ধতায় ত্রিপুরা বর্তমানে উত্তর পূর্ব ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম দুধ উৎপাদনকারী রাজ্য। স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের স্বার্থে কৃত্রিম গোপ্রজনন, নবজাত গাভির খাদ্য সুরক্ষা, চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধের উন্নত ব্যবস্থা, দুগ্ধ, গাভির জীবনবীমা, প্রক্রিয়াকরণ পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ করার লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী জানান, মাংস খাতে ত্রিপুরা ইতিমধ্যেই স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে এবং জনপ্রতি উপলব্ধতায় ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আগামী ৫ বছর মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শূকরের কৃত্রিম প্রজনন চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পে শূকর ও ছাগল বিতরণ করা হচ্ছে। বীমা প্রকল্প আনা হয়েছে, বিশ্ব ব্যাঙ্কের অর্থানুকূল্যে প্রকল্প চালু আছে এবং কৃষকের ঘরের দোরগোড়ায় চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছানো হচ্ছে।

প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী জানান, ডিম খাতে জনপ্রতি উপলব্ধতায় ত্রিপুরা উত্তর পূর্ব ভারতের বৃহত্তম ডিম উৎপাদনকারী রাজ্য। ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নত প্রজাতির হাঁস, মোরগ বিতরণ করা হচ্ছে। সরকারি ফার্মগুলির উন্নতি করা হচ্ছে, ব্রুডার হাউস বানানো হচ্ছে, বড় আকারে বেসরকারি বাণিজ্যিক ফার্ম তৈরির জন্য ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধের জন্য উন্নততর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং রপ্তানির লক্ষ্যে আগামী ৫ বছর কাজ করে যাবে।

২০১৮ সালে সরকার গঠনের পর প্রযুক্তিনির্ভর শাসন ব্যবস্থা স্বচ্ছতা, উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থান রাজ্যের প্রধান উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত হয়: তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচিকে শুধুমাত্র পরিকাঠামোর বিষয় হিসেবে সীমাবদ্ধ না রেখে, স্বচ্ছ শাসন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং নাগরিক ক্ষমতায়নের একটি শক্তিশালী হাতিয়ারে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজ্য সরকার ডিজিটাল ত্রিপুরা গড়ে তুলছে। যেখানে প্রযুক্তি সরকারকে নাগরিকদের সঙ্গে, শিক্ষাকে সুযোগের সঙ্গে, উদ্ভাবনকে উদ্যোগের সঙ্গে এবং প্রতিভাবান যুব সমাজকে নিশ্চিত কর্মসংস্থানের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। ডিজিটাল ত্রিপুরা শুধুমাত্র কম্পিউটারাইজেশনের নাম নয়, এটি প্রতিটি নাগরিকের জন্য ডিজিটাল শাসন ব্যবস্থা, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য সংযোগ, প্রতিটি জেলার জন্য সুযোগ এবং সমগ্র রাজ্যের জন্য প্রযুক্তি নির্ভর উন্নয়ন নিশ্চিত করার বিষয়ে রাজ্য সরকারের অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

আজ বিধানসভায় একটি বেসরকারি প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে তথ্য প্রযুক্তি, অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় একথা বলেন। বিধায়ক তফাজ্জল হোসেনের আনা বেসরকারি প্রস্তাবটি ছিল ''রাজ্যের যুব সমাজের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে ত্রিপুরায় ইনফরমেশন টেকনোলজি ব্যবস্থাপনার যথাযথ সম্প্রসারণ সহ স্টার্ট আপ হাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকার নতুন করে আরও উপযুক্ত কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করুক''। আলোচনার পর প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

বেসরকারি প্রস্তাবটি উত্থাপন করে বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। এই প্রস্তাবটি সমর্থন করার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। আলোচনায় অংশ নিয়ে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, ২০১৮ সালে সরকার গঠনের পর প্রযুক্তিনির্ভর শাসন ব্যবস্থা, স্বচ্ছতা, উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থান রাজ্যের প্রধান উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত হয়। রাজ্য সরকার ডিজিটাল শাসন ব্যবস্থা, আইটি পরিকাঠামো, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, স্টার্ট আপ সহায়তা, দক্ষতা বিকাশ এবং বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সমন্বয়ে একটি সমন্বিত ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে সক্রিয় হয়। ২০১৬ সালে স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া উদ্যোগের সূচনা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করা এবং ভারতের যুব সমাজকে চাকরি প্রার্থী থেকে চাকরি সৃষ্টিকারীতে রূপান্তরিত করা। এই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ত্রিপুরায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার আইটি/ আইটিইএস, স্টার্ট আপ স্কিম ২০১৯ চালু করে। এই প্রকল্প রাজ্যের প্রযুক্তি নির্ভর স্টার্ট আপগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক সুযোগ সৃষ্টি করে। এর আওতায় প্রায় ২৬টি স্টার্ট আপ স্বীকৃতি পায়। এজন্য ১ কোটি টাকারও বেশি সহায়তা করা হয় এবং প্রায় ১৩০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ২০১৮ সালের আগে প্রায় ৮০টি সার্ভার এবং ১৩০ টিবি স্টোরেজ থাকা স্টেট ডাটা সেন্টার বর্তমানে ২০০ টিবি-এর বেশি সক্ষমতা সম্প্রসারিত করা হয়েছে এবং প্রায় ২০০ সরকারি অ্যাপ্লিকেশন এবং ওয়েবসাইট পরিচালন করা হচ্ছে।

তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী রাজ্যে তথ্য প্রযুক্তি বিকাশের বিস্তারিত তথ্য সভায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যে রাজ্য স্তর থেকে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত একটি সুসংহত ই-অফিস ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে ৩ লক্ষেরও বেশি ই-ফাইল তৈরি এবং ৭৫ লক্ষেরও বেশি ই-ফাইল ইলেকট্রনিকভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য এমন একটি ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা যেখানে রাজ্যের যুব সমাজকে প্রতিটি অর্থবহ পেশাগত সুযোগের সন্ধানে রাজ্যের বাইরে যেতে হবে না। রাজ্য সরকার চায় আমাদের রাজ্যের যুব সমাজ হয়ে উঠুক সফটওয়ার প্রফেশনাল এবং টেকনোলজি এন্ট্রাপ্রেনার, এআই রিসার্চার এবং ডাটা সায়েন্টিস্ট, সাইবার সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট, গেম ডেভেলপার এবং ডিজিটাল ক্রিয়েটার, ক্লাউড ও ডাটা সেন্টার প্রফেশনাল, এগ্রিকালচার, হেলথ কেয়ার এবং এডুকেশনের ইনোভেটর এবং স্টার্ট আপ ফাউন্ডার এবং সর্বোপরি জব ক্রিয়েটার। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য রাজ্য সরকার সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বেসরকারি এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ। আলোচনার পর প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

শ্রাবণী পূর্ণিমায় বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুলে আধ্যাত্মিকতা ও ভ্রাতৃত্বের অনন্য বার্তা

বিশালগড়, ২৮ আগস্ট: আধ্যাত্মিক সাধনা, মানবকল্যাণ ও ভ্রাতৃত্ববোধের বার্তা নিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় শ্রাবণী পূর্ণিমা ও রাখিবন্ধন উৎসব উদযাপিত হল বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুলে। আনন্দমার্গের ইতিহাস ও আধ্যাত্মিক পরম্পরায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই দিনটিকে ঘিরে স্কুল প্রাঙ্গণে দেখা যায় ভক্তি, নিষ্ঠা ও মানবিকতার এক অপূর্ব সমন্বয়।

আনন্দমার্গের ইতিহাসে শ্রাবণী পূর্ণিমা একটি স্মরণীয় তিথি। এই পবিত্র তিথিতেই শ্রীশ্রী আনন্দমূর্তিজী, অর্থাৎ শ্রীপ্রভাত রঞ্জন সরকার, কলকাতার কাশী মিত্র ঘাটে 'কালী দস্যু' নামে এক ডাকাতকে প্রথম দীক্ষা প্রদান করেন। পরবর্তীকালে তিনি আচার্য কালিকানন্দ অবধূত নামে পরিচিত হন। আনন্দমার্গের আধ্যাত্মিক পরম্পরায় এই ঘটনাকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। একইসঙ্গে এই তিথি শ্রীশ্রী আনন্দমূর্তিজীর ধরাধামে গুরু রূপে আবির্ভাব দিবস হিসেবেও ভক্তদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র ও স্মরণীয়।

প্রতিবছরের মতো এবারও সেই ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক ভাবধারাকে সামনে রেখে বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুলে দিনটি নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয়। সকাল সাড়ে ৮টায় শ্রীশ্রী আনন্দমূর্তিজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর প্রভাত সঙ্গীত, 'বাবা নাম কেবলম' কীর্তন, স্বাধ্যায়, সাধনা ও আধ্যাত্মিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিময় পরিবেশে প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

এরপর স্কুলের জাগৃতি হলে অনুষ্ঠিত হয় রাখিবন্ধন উৎসবের দ্বিতীয় পর্ব। আনন্দমার্গ স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং আনন্দমার্গ সংগঠনের ভক্তদের উপস্থিতিতে উৎসবটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। রাখির মাধ্যমে একে অপরের হাতে ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলাই যে এই উৎসবের মূল বার্তা-অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে সেই মানবিক দর্শনই প্রতিফলিত হয়। নারায়ণ সেবার পর আনন্দমার্গের সদস্যরা মোট ১৩ টি গ্রুপে ভাগ হয়ে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছে যান বিশালগড় বাজারের বিভিন্ন অংশে। পথচারী, ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন অফিস-আদালতের কর্মচারীদের হাতে রাখি পরিয়ে দেওয়া হয়। ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসকের কার্যালয়, পুলিশ সুপারের কার্যালয়, থানা ও হাসপাতালের কর্মীদের হাতেও রাখি পরিয়ে দেওয়া হয়। ব্যস্ত কর্মজীবনের মধ্যেও এই সৌহার্দ্যপূর্ণ উদ্যোগ সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া জাগায়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার ভুক্তি প্রধান ননী গোপাল দেবনাথ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পরিমল রায়, রবীন্দ্র দাস, তাপস দেব রায়, প্রাণ গোপাল গোস্বামী-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তমাল সাহা, মিষ্টু দেবনাথ ও প্রিয়ংকা পাল।

TRIPURA URBAN TRANSPORT COMPANY LIMITED [TUTCL]
Notice Inviting Quotation for Supply and Installation of AIS-140 Compliant Vehicle Location Tracking (VLT) Devices in TUTCL Buses

Tripura Urban Transport Company Limited (TUTCL) invites quotations from reputed and experienced firms/agencies based in Tripura for supply, installation and commissioning of AIS-140 compliant Vehicle Location Tracking (VLT) Devices in TUTCL buses.

Interested and eligible firms may submit their quotations in accordance with the specifications and terms & conditions set by TUTCL. Quotation will be received from 21st September 2026 to 24th September 2026, upto Time: 12.00 Noon at the office of Tripura Urban Transport Company Limited, 1st Floor, International Bus Terminus Building, Krishanagar T.R.T.C Complex, Agartala, Tripura and will be opened on 24th September 2026 Time: 12.30 PM.

Notice Inviting Quotation documents can be collected from the office of the MD, TUTCL during office hours till 23rd September 2026, excluding official holidays.

Corrigendum / Addendum, if any, will be published only in the local leading Newspapers.

S/d
ICA/C-1777/26 **Managing Director, T.U.T.C.L**

কমনওয়েলথ গেমসে স্বর্ণপদক পাওয়ায় অস্মিতা দে-কে অভিনন্দন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট: সম্প্রতি গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে ত্রিপুরার মেয়ে অস্মিতা দে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে জুডোর ৪৮ কেজি বিভাগে স্বর্ণপদক পাওয়ায় আজ রাজ্য বিধানসভায় অস্মিতা দে-কে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া অভিনন্দন বার্তাটি পড়ে শোনান এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অভিনন্দন বার্তায় বলা হয়েছে অস্মিতার এই সাফল্য দেশের খেলাধুলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তার এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য শুধু ত্রিপুরাবাসীই নয় গোটা দেশ গর্বিত। তার এই পারফরমেন্স আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে ত্রিপুরা তথা গোটা দেশের নাম উজ্জ্বল করেছে। আগামীদিনেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অস্মিতার এই সাফল্য বজায় থাকবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। অভিনন্দন বার্তায় অস্মিতার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করা হয়েছে।

নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও রেশন সংকটের প্রতিবাদে দিনমজুর ইউনিয়নের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট: নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, রেশন দোকানে চাল ছাঁটাই এবং চিনি সরবরাহ বন্ধের প্রতিবাদে দিনমজুর ইউনিয়নের উদ্যোগে শুক্রবার সিআইটিইউর পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ অংশ নেন।

এদিনের কর্মসূচি থেকে দিনমজুরদের কর্মসংস্থান ও মজুরি বৃদ্ধির দাবিও জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়। সংগঠনের অভিযোগ, বর্তমানে দিনমজুরদের পর্যাপ্ত কাজ মিলছে না। একশো দিনের কাজেও কর্মদিবস কমে যাওয়ায় বহু শ্রমজীবী পরিবার চরম আর্থিক সংকটে পড়েছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, দিনমজুরদের বছরে ২০০ দিনের কাজ নিশ্চিত করতে হবে এবং দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি দিতে হবে। পাশাপাশি রেশন ব্যবস্থার অব্যবস্থা ও দুর্নীতি বন্ধ করে কার্ডধারী প্রত্যেক ভোক্তাকে নিয়মিত ও পর্যাপ্ত রেশন সামগ্রী সরবরাহের দাবি জানানো হয়।

বক্তাদের অভিযোগ, রেশন দোকানে চালের পরিমাণ কম দেওয়া হচ্ছে এবং চিনি সরবরাহও বন্ধ রয়েছে। চাল, ডালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়মিত না পাওয়ায় সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। তাই রেশন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা এনে সমস্ত রেশন সামগ্রী নিয়মিত সরবরাহের দাবি জানান তাঁরা। নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, শ্রমজীবী মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং রেশন ব্যবস্থার সমস্যা দ্রুত সমাধানের দাবিতে এদিনের বিক্ষোভ মিছিল থেকে সরকারের কাছে কার্যকর পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়।

নদীতে তলিয়ে গেল রাস্তার বড় অংশ দ্রুত সংস্কারের দাবি এলাকাবাসীর

আগরতলা, ২৮ আগস্ট: অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের অভিযোগের মধ্যেই সোনাই নদীতে তলিয়ে গেল মোহনপুর থেকে সিমনা বিধানসভার সোনাই যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সড়কের একটি বড় অংশ। মোহনপুর মহকুমাধীন হেজামারা ব্লকের অন্তর্গত এসরাই শান্তিপাড়া এলাকায় এই ঘটনায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে একাধিক অবৈধ বালুর ঘাটে নদী থেকে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। এর ফলেই নদীর পাড় ভাঙন এবং রাস্তা তলিয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে দাবি তাঁদের। এই রাস্তা এলাকার মানুষের যাতায়াতের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হওয়ায় বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত বিপর্যস্ত।

স্থানীয়দের আরও দাবি, এসরাই শান্তিপাড়া এলাকায় অবৈধ বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে দিন দিন পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে। এ নিয়ে স্থানীয় বিধায়ক তথা রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা, এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা এবং মোহনপুর মহকুমা ও ব্লক প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসীর একাংশ।

উল্লেখ্য, এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মার বাড়িও এই এলাকায় এবং তিনিও এই রাস্তা দিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করেন বলে জানান স্থানীয়রা। তারপরও দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার এই সমস্যা কেন সমাধান হয়নি, তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এলাকাবাসী অবিলম্বে নদীতে তলিয়ে যাওয়া অংশে নতুন করে রাস্তা নির্মাণ এবং অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানান। দ্রুত রাস্তা সংস্কার না হলে আগামী দিনে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা তাঁদের।

বিএসএনএল অফিসে চুরি, তদন্তে নেমে দুই অভিযুক্ত গ্রেফতার; উদ্ধার বাইক ও গাড়ি

আগরতলা, ২৮ আগস্ট: আগরতলার লেচুবাগানস্থিত বিএসএনএল অফিসে চুরির ঘটনায় বড়সড় সাফল্য পেল নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। গত ২৬ আগস্ট ভোররাতে বিএসএনএল অফিস থেকে বেশ কিছু মূল্যবান কেবল, সিসিটিভি সরঞ্জাম এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী চুরি হয় বলে অভিযোগ।

ঘটনার পর বিএসএনএল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আগরতলা নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে নেমে আজ দুই অভিযুক্তকে আটক করতে সক্ষম হয় এনসিসি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের কাছ থেকে একটি বাইক এবং একটি গাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। চুরি করা সামগ্রী বিএসএনএল অফিস থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার কাজে ওই গাড়িটি ব্যবহার করা হয়েছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ধৃত দুই অভিযুক্তকে শুক্রবার আদালতে সোপর্দ করা হবে। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না এবং চুরি যাওয়া সামগ্রী কোথায় রয়েছে, তা জানতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে কৌশিক পরিতোষ দাসও পুলিশের তরফে বিস্তারিত জানান।

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
O/O THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)
DURGACHOUMUHANI, TRIPURA (WEST)
Notice Inviting Tender No-31(2026-27)

Sealed Tender is invited by the Executive Engineer (Electrical), Agartala Municipal Corporation on behalf of The Administrator, Agartala Municipal Corporation from the resourceful Firms / Agencies/ suppliers and appropriate class of **Electrical Enlistment** registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD experienced in similar nature of job, for the following work:-

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost Earnest Money	Time for Completion	Last date of Selling Last Date of Receiving (Upto 3.00 PM)
1	Providing supply & installation of LED rope light including All accessories and circuit wiring along with panel for beautification of Agartala City in different location of Ward No-13 Under AMC.	Rs. 498105.00 Rs. 9962.00	15(Fifteen) Days	31/08/2026 04/09/2026

Details of work in the form of "Schedule of Work" and general / special terms & conditions can be seen in the office of the undersigned on any working day in between 10.00 A.M to 5.00 PM. up to 31-08-2026.

(Er. Joydeb Chakraborty)
Executive Engineer (Electrical)
Agartala Municipal Corporation

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
O/O THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)
DURGACHOUMUHANI, TRIPURA (WEST)
Notice Inviting Tender No-32(2026-27)

Sealed Tender is invited by the Executive Engineer (Electrical), Agartala Municipal Corporation on behalf of The Administrator, Agartala Municipal Corporation from the resourceful Firms / Agencies/ suppliers and appropriate class of **Electrical Enlistment** registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD experienced in similar nature of job, for the following work:-

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost Earnest Money	Time for Completion	Last date of Selling Last Date of Receiving (Upto 3.00 PM)
1	Providing supply & installation of 100/110 Watt LED street light including suitable size bracket, wire nuts and bolts etc as reqd at different road of ward No-11 under AMC.	Rs. 498000.00 Rs. 9960.00	15(Fifteen) Days	31/08/2026 04/09/2026

Details of work in the form of "Schedule of Work" and general / special terms & conditions can be seen in the office of the undersigned on any working day in between 10.00 A.M to 5.00 PM. up to 31-08-2026.

(Er. Joydeb Chakraborty)
Executive Engineer (Electrical)
Agartala Municipal Corporation

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
O/O THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)
DURGACHOUMUHANI, TRIPURA (WEST)
Notice Inviting Tender No-33(2026-27)

Sealed Tender is invited by the Executive Engineer (Electrical), Agartala Municipal Corporation on behalf of The Administrator, Agartala Municipal Corporation from the resourceful Firms / Agencies/ suppliers and appropriate class of **Electrical Enlistment** registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD experienced in similar nature of job, for the following work:-

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost Earnest Money	Time for Completion	Last date of Selling Last Date of Receiving (Upto 3.00 PM)
1	Providing Repair, maintenance and fitting, fixing of electrical lightning system in the area of Kunjaban Bipani Bitan Market, circuit under AMC.	Rs. 252854.00 Rs. 5057.00	15(Fifteen) Days	31/08/2026 04/09/2026

Details of work in the form of "Schedule of Work" and general / special terms & conditions can be seen in the office of the undersigned on any working day in between 10.00 A.M to 5.00 PM. up to 31-08-2026.

(Er. Joydeb Chakraborty)
Executive Engineer (Electrical)
Agartala Municipal Corporation

আই. টি. আই. খুমুলুঙ - এ ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ আই. টি. আই. খুমুলুঙ এ, আন্তর্জাল-ভিত্তিক ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ২০২৬-২০২৭ ইং শিক্ষাবর্ষের নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন ট্রেডে এখনো কিছু আসন খালি আছে। উক্ত শূন্য আসনগুলিতে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষন নিতে ইচ্ছুক যোগ্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে ভর্তির জন্য পুনরায় নির্দিষ্ট নমুনায় দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। FIRST COME FIRST SERVE নির্বাচন পদ্ধতিতে এই পর্যায়ের আসন বন্টন করা হবে। সরকারী বিধি অনুসারে মোট আসনের ৫ % জাতি নির্বিশেষে দিব্যাঙ্গ প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে ; দিব্যাঙ্গ প্রার্থীরা RPWD Act, ২০১৬ অনুযায়ী তাদের ট্রেড-এর যোগ্যতা চিহ্নিত করে পছন্দের ট্রেড বাছাই করতে পারবে।

ক্রমিক নং	ট্রেডের নাম এবং প্রশিক্ষনের সময়কাল	ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা	শূন্য আসন সংখ্যা UR	ST	SC	মোট শূন্য আসন সংখ্যা
1	Dress Making (1 year)	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ	05 (1 EX SERVICEMAN)	09	05	19
2	Mechanic Auto Electrical and Electronics (1 year)	মাধ্যমিক উত্তীর্ণ	00	01 (1 EX-SERVICEMAN)	00	01
3	Computer Operator & Programming Assistant (1 year)		00	02 (1 EX-SERVICEMAN)	02	04

১। ভর্তির নিয়মাবলী শিল্প ও বানিজ্য দপ্তর দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত অনলাইন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থাকবে। আবেদনপত্রের নমুনা আই. টি. আই, খুমুলুঙ এর নোটিশ বোর্ডে দেওয়া থাকবে।
২। আবেদনপত্রের সাথে সমস্ত সার্টিফিকেটের self-attested প্রতিলিপি (সরকার অনুমোদিত বোর্ডের Madhyamik Admit Card, Marksheet
৩। Certificate, Caste, AADHAAR, PRTC / PH, Ex-Serviceman, Bank pass book, Ration Card) জমা দিতে হবে। FIRST COME FIRST SERVE প্রক্রিয়া অনুযায়ী ভর্তি নেওয়া হবে ৩১/০৮/২০২৬ ইং, সকাল ১১ টা থেকে।
৪। ভর্তির কাউন্সেলিং-এ আসনপ্রাপ্ত প্রার্থীদের সেইদিনই Caution money ১০০০/- (এক হাজার) টাকা নগদ, দুই কপি ছবি ও সমস্ত সার্টিফিকেটের original এবং self-attested প্রতিলিপি সহযোগে ভর্তি হতে হবে। অন্যথায় সেই আসনটি পরবর্তী যোগ্য আবেদনকারীকে দেওয়া হবে।
৫। ড্রপ-আউট প্রশিক্ষনার্থীদের caution money ফেরত দেওয়া হয় না। ভর্তির কাউন্সেলিং-এ উপস্থিত থাকার জন্য আবেদনকারীদের আলাদাভাবে কল লেটার পাঠানো হবে না।
৬। সংবাদপত্রের মুদ্রণজনিত ত্রুটির জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

ICA/D-892/26
স্বাক্ষর ঃ তনুশ্রী পোদ্দার, অধ্যক্ষ
আই. টি. আই, খুমুলুঙ, পশ্চিম ত্রিপুরা

NOTICE INVITING e-TENDER

The_Supdt. Of Fisheries, Jampuijala, Sepahijala, Tripura Govt. of Tripura invites e-Tender for HIRING OF ONE MARUTI preferably Wagon-R, Celerio having commercial registration/permit) VEHICLE FOROFFICIAL USE through e-procurement website of Government https://tripuratenders.gov.in

Sl No.	Scope of Work	Tender Value	EMD	Tender Fee	Closing Date
1	HIRING OF ONE MARUTI(preferably Wagon-R, Celerio having commercial registration/permit) VEHICLE FOROFFICIAL USE	3,69,840	7,400	1,000/ (Non Refundable)	09/09/2026 upto 5.00 PM

Corrigendum / Addendum, if any, will be published only on the abovewebsite.

ICA/C-1785/26
(K. Hossain)
Supdt. Of Fisheries
Jampuijala, sepahijala, Tripura

১ মাস ২০ দিন পর খুলল মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের প্রণামী বাক্স, মিলল বিদেশি মুদ্রাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ আগস্ট: দীর্ঘ ১ মাস ২০ দিন পর শুক্রবার খোলা হলো উদয়পুরের ঐতিহ্যবাহী মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের প্রণামী বাক্স ও সিন্দুক। এদিন সকাল থেকে মন্দির প্রাঙ্গণে থাকা মোট ১৭টি সিন্দুক ও প্রণামী বাক্স খোলার পর শুরু হয় প্রণামী গণনার কাজ। দিনভর প্রশাসনের নজরদারিতে চলে এই গণনা। গোমতী জেলাশাসক কার্যালয়ের ডেপুটি কালেক্টর চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় জানান, প্রণামী বাক্স থেকে ভারতীয় মুদ্রার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রাও পাওয়া গেছে। এর মধ্যে রয়েছে মার্কিন ডলার, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, সৌদি আরব ও কুয়েতের মুদ্রা। পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে বাংলাদেশের টাকাও। তিনি জানান, দেশ-বিদেশের ভক্ত ও পর্যটকদের কাছে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের আকর্ষণ ক্রমশ বাড়ছে। প্রণামী বাক্সে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার উপস্থিতিই তার অন্যতম প্রমাণ। বর্তমানে ব্যাংকের কিউআর কোডের মাধ্যমেও ভক্তরা মন্দিরে প্রণামী প্রদান করছেন। প্রণামী গণনার কাজ সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৮ সদস্যের একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। প্রশাসনের কড়া নজরদারি ও নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

এনডিপিএস মামলার তথ্য নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে অসঙ্গতির অভিযোগ বিধায়ক গোপাল রায়ের

আগরতলা, ২৮ আগস্ট: বিধানসভায় এনডিপিএস মামলায় দেওয়া তথ্য নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সঠিক উত্তর দিতে পারেননি বলে অভিযোগ তুললেন কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়। তাঁর দাবি, একই বিষয়ে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে দু'বার ভিন্ন তথ্য উঠে এসেছে।

বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে এনডিপিএস সংক্রান্ত মামলার তথ্য জানতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন তোলেন বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে অসঙ্গতির অভিযোগ করেন।

গোপাল রায় বলেন, প্রায় ছয় মাস আগে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এনডিপিএস মামলায় চার্জশিট ও শাস্তির গড় হার ছিল ৩.০৬ শতাংশ। তাঁর দাবি, সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী ২,৭৭৯টি মামলায় চার্জশিট এবং মাত্র ৯৯টি মামলায় শাস্তির তথ্য দিয়েছিলেন। কিন্তু শুক্রবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ভিন্ন পরিসংখ্যান দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেন গোপাল রায়। তাঁর দাবি, এবার ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৭ শতাংশ, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৫ শতাংশ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ১১ শতাংশের কথা বলা হয়েছে।

তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য কোনটা সত্য, সেটা আমি বুঝতে পারলাম না। বিধানসভায় তাঁরই দেওয়া দুটি বক্তব্যে দুই রকম তথ্য রয়েছে। গোপাল রায় আরও বলেন, একবার বলেছেন ৩.০৬ শতাংশ, আবার বলছেন তিন বছরে ৭, ৫ এবং ১১ শতাংশ। তাহলে গড় কত হবে? এটা কীভাবে সম্ভব, মুখ্যমন্ত্রীই বলতে পারবেন।

এই ধরনের পরস্পরবিরোধী তথ্য বিধানসভার স্বার্থের পরিপন্থী এবং বিধানসভার নিয়মেরও পরিপন্থী বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, বিষয়টি নিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রিভিলেজ মোশন আনতে পারেন।

গোপাল রায়ের বক্তব্য, নেশা কারবারের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের পাশাপাশি পুলিশের অভ্যন্তরে যাঁদের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধেও স্বচ্ছ ও কার্যকর তদন্ত প্রয়োজন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া পরিসংখ্যানের মধ্যে কেন এই পার্থক্য, তা স্পষ্ট করা জরুরি বলেও দাবি করেন তিনি।

ওষুধের দোকানে চুরি, পৃথক

● আটের পাতার পর টিআর০১৪ এই- ১৫১০ এবং বাইকটির নম্বর টিআর ০১ও এটি ও ৮৭৩৫। এই ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে এনসিসি থানার পুলিশ। আটক দুজনের বাড়ি যথাক্রমে অরুন্ধতীনগর এবং মেলাঘর-তেলকাজলা এলাকায় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

এনসিসি থানার ওসি জানিয়েছেন, আটক দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। চুরির ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

একদিকে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে পরপর চুরির ঘটনা, অন্যদিকে কয়েকটি ঘটনায় চোরচক্রের সদস্যদের আটক করলেও চুরির প্রবণতা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। ফলে রাতের আগরতলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশি নজরদারি আরও বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বারবার চুরি, নেই বিদ্যুৎ-পানীয় জল, শিক্ষক স্বল্পতার অভিযোগ: প্রতাপগড়ে পথ অবরোধ রামঠাকুর পাঠশালার পড়ুয়াদের

আগরতলা, ২৮ আগস্ট: স্কুলে একের পর এক চুরি, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সমস্যা এবং শিক্ষক স্বল্পতার অভিযোগ তুলে আগরতলার প্রতাপগড় মেইন রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল রামঠাকুর পাঠশালা বয়েজ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের পড়ুয়ারা। আজ এই অবরোধকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়।

পড়ুয়াদের অভিযোগ, প্রায় ১০ থেকে ১৫ দিন ধরে স্কুলে পানীয় জল ও বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে সমস্যা চলছে। এরই মধ্যে গত ১৫ আগস্ট থেকে ২৮ আগস্টের মধ্যে একাধিকবার স্কুলে চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরেরা স্কুল থেকে বৈদ্যুতিক তার, সিসিটিভি ক্যামেরা, পাখা সহ বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ পড়ুয়াদের।

ছাত্রদের দাবি, চুরির ঘটনাগুলি নিয়ে একাধিকবার পুলিশকে লিখিতভাবে জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। ফলে স্কুলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

শুধু চুরি নয়, স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতার অভিযোগও তুলেছে পড়ুয়ারা। তাঁদের দাবি, শিক্ষক ও পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে স্বাভাবিকভাবে পঠন-পাঠন ব্যাহত হচ্ছে। অনেক দিনই চতুর্থ পিরিয়ডের পর স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ তাদের।

মিড-ডে মিল পরিষেবা নিয়েও অভিযোগ সামনে এসেছে। ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের দাবি, প্রায় ছয় দিন ধরে স্কুলে সঠিকভাবে মিড-ডে মিল দেওয়া হচ্ছে না। যদিও সংবাদমাধ্যমের সামনে স্কুলের এএইচএম এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন। তবে তিনিও স্বীকার করেন, স্কুলে বেশ কিছুদিন ধরে বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। শিক্ষক স্বল্পতার বিষয়টিও তিনি স্বীকার করেছেন বলে জানা যায়।

স্কুলের একাধিক সমস্যা নিয়ে ক্ষুব্ধ পড়ুয়া ও অভিভাবকরা এদিন রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে শামিল হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পরে অবরোধকারী পড়ুয়াদের রাস্তা থেকে সরিয়ে স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অভিভাবক, পুলিশ এবং স্কুল পরিচালন কমিটির সদস্যদের নিয়ে আলোচনায় বসা হয়।

পড়ুয়া ও অভিভাবকদের দাবি, আলোচনার মধ্যেই যেন বিষয়টি সীমাবদ্ধ না থাকে। স্কুলে বারবার চুরি বন্ধ করতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার পাশাপাশি দ্রুত বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সমস্যা সমাধান এবং পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

এখন দেখার বিষয়, আলোচনার পর স্কুলের দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলির কতটা দ্রুত সমাধান হয়। পড়ুয়াদের একটাই দাবি, নিরাপদ ও স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ করতে হবে।

বিএসএফ জওয়ানদের রাখি পরিয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করল সিপাহীজলা দক্ষিণ মহিলা মোর্চা

আগরতলা, ২৮ আগস্ট: পবিত্র রাখি পূর্ণিমা উপলক্ষে সীমান্ত সুরক্ষায় নিয়োজিত বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করল বিজেপি সিপাহীজলা দক্ষিণ জেলা মহিলা মোর্চা। বৃহস্পতিবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী শ্রীমন্তপুর বিওপিতে আয়োজিত এই বিশেষ কর্মসূচিতে মহিলা মোর্চার সদস্যরা বিএসএফ জওয়ানদের হাতে রাখি পরিয়ে দেন।

দেশের সীমান্ত পাহারায় নিয়োজিত জওয়ানদের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান মহিলা মোর্চার প্রতিনিধিরা। উৎসবের দিনে পরিবার-পরিজন থেকে দূরে থাকা জওয়ানদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও দৃঢ় করাই ছিল এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এদিন মহিলা মোর্চার নেত্রী ও কর্মীরা জওয়ানদের রাখি পরিয়ে তাঁদের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। পাশাপাশি তাঁদের মিষ্টিমুখও করানো হয়। সীমান্তরক্ষীদের সঙ্গে রাখি উৎসব পালনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে বলেও জানান আয়োজকরা।

মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে বলা হয়, দেশের সীমান্ত সুরক্ষায় বিএসএফ জওয়ানদের অবদান অনস্বীকার্য। নিজেদের পরিবার ও স্বজনদের ছেড়ে তাঁরা দিনরাত সীমান্ত পাহারা দেন। তাই উৎসবের দিনে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে পরিবারের সদস্যদের মতোই রাখির বন্ধনে আবদ্ধ করার এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিএসএফের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ও জওয়ানরা মহিলা মোর্চার এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

কর্মসূচিতে বিজেপি সিপাহীজলা দক্ষিণ জেলা মহিলা মোর্চার সভাপতি কল্যাণী দেবনাথ, স্থানীয় নেত্রীবৃন্দ, মহিলা মোর্চার কর্মী-সমর্থকসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের পর সংবাদমাধ্যমের কাছে কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য তুলে ধরেন বিজেপি সিপাহীজলা দক্ষিণ জেলা মহিলা মোর্চার সভানেত্রী কল্যাণী দেবনাথ।

আখাউড়া সীমান্তে জওয়ানদের

● প্রথম পাতার পর কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

এদিন বিএসএফ জওয়ানদের হাতে রাখি পরিয়ে তাঁদের সঙ্গে রাখীবন্ধনের আনন্দ ভাগ করে নেন তিনি। পাশাপাশি সীমান্তে দায়িত্ব পালনকারী জওয়ানদের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। প্রতিমা ভৌমিক বলেন, দেশের সুরক্ষার জন্য বিএসএফের জওয়ানরা পরিবার ও ঘরবাড়ি থেকে বহু দূরে সীমান্তে দায়িত্ব পালন করেন। নিজেদের পরিবার থেকে দূরে থেকেও তাঁরা দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন।

তিনি আরও বলেন, শুভ রাখীবন্ধন উৎসব উপলক্ষে আখাউড়া চেকপোস্টে বিএসএফের ভাইদের হাতে রাখি পরাতে পেরে তিনি গর্বিত। দেশের নিরাপত্তায় তাঁদের আত্মত্যাগ ও দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।

ডিজিপির মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর মানুষের স্বার্থ এবং স্বচ্ছতার কথা মাথায় রেখেই তদন্ত সংক্রান্ত তথ্য জানানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, বর্তমানে পাওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে অনুরাগ ধনকরের মৃত্যু আত্মহত্যাজনিত বলেই মনে হচ্ছে। একইসঙ্গে সংবিধানের ১৯৪ নম্বর অনুচ্ছেদের আওতায় বিধায়কদের আইন প্রণয়নের কাজে কিছু সাংবিধানিক অধিকার ও বিশেষাধিকার রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

মানিক সাহা জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট তদন্তের সময় সংগৃহীত প্রমাণের অংশ হওয়ায় প্রয়োজন অনুযায়ী সেই রিপোর্টের তথ্য প্রকাশ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, "মানুষের স্বার্থ এবং স্বচ্ছতার কথা মাথায় রেখেই আমি সবাইকে বিষয়টি সম্পর্কে জানিয়েছি।"

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, উপযুক্ত সময়ে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট-সহ তদন্তের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথি বিধানসভায় পেশ করা যেতে পারে। উচ্চপ্রোফাইল কোনও মামলার তদন্তে আইনগতভাবে যে তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব, তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিধানসভায় বক্তব্য রাখতেই পারেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তবে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পরও বিরোধীদের অবস্থানে কোনও পরিবর্তন হয়নি। ডিজিপি অনুরাগ ধনকরের মৃত্যুর প্রকৃত পরিস্থিতি স্বাধীনভাবে খতিয়ে দেখার দাবি জানিয়ে এসটিআই অথবা ত্রিপুরা হাইকোর্টের কোনও কর্মরত বিচারপতির মাধ্যমে তদন্তের দাবি পুনরায় জানিয়েছে সিপিআই(এম)।

কৈলাসহর টাউন কালী বাড়িতে তিন

● আটের পাতার পর ভট্টাচার্য জানান, প্রতি বছরের মতো এবারও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী জন্মাষ্টমী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

এদিকে জন্মাষ্টমী উৎসব উদযাপন সমিতির সভাপতি সন্দীপ দেবরায় জানান, উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। বিশেষ করে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে বিগ্রহ আনয়ন করা হবে। এই শোভাযাত্রায় সকল সনাতনী হিন্দু যুবক-যুবতীকে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান তিনি।

তিন দিনব্যাপী এই উৎসবকে ঘিরে কৈলাসহর টাউন কালী বাড়ি প্রাঙ্গণে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আয়োজকদের আশা, বিপুল সংখ্যক ভক্ত ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে উৎসব প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

৯ দফা দাবিতে খোয়াইয়ে জিএমপি

● আটের পাতার পর বক্তারা সংগঠনগুলোর নয় দফা দাবির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তাঁদের বক্তব্যে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন দ্রুত ঘোষণা, টিটিএডিসি এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং ককবরক ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতির মতো বিষয়গুলি বিশেষভাবে উঠে আসে। দাবিগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আন্দোলনকারীরা। পাশাপাশি তাঁদের দাবিগুলি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ারও ইঙ্গিত দেওয়া হয়।

নিম্ন আদালতে ৬৮ হাজারের বেশি মামলা

● আটের পাতার পর আদালতগুলিতে মামলার বিপুল চাপের পাশাপাশি এক বছরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তির চিত্রও তুলে ধরেছে।

এদিকে, সিপিআই(এম) বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথের পৃথক প্রশ্নের জবাবে ধর্ষণ ও পকসো মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য গঠিত ফাস্ট ট্র্যাক স্পেশাল কোর্টগুলির কার্যক্রম সম্পর্কেও বিধানসভায় তথ্য দেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ধর্ষণ ও পকসো মামলার দ্রুত বিচার ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ফাস্ট ট্র্যাক স্পেশাল কোর্টগুলির জন্য রাজ্য সরকার ২ কোটি ৮ লাখ ৯৪ হাজার ৬৩৬ টাকা ব্যয় করেছে।

ওই অর্থবর্ষে এই আদালতগুলির মাধ্যমে মোট ১০১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। বর্তমানে আরও ২৩৫টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে বলে সরকারি জবাবে জানানো হয়েছে।

ধর্ষণ ও শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন অপরাধ সংক্রান্ত সংবেদনশীল মামলাগুলির দ্রুত শুনানি ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ফাস্ট ট্র্যাক স্পেশাল কোর্টগুলি কাজ করছে। বিধানসভায় পেশ করা তথ্য অনুযায়ী, একদিকে নিম্ন আদালতগুলিতে মামলার উল্লেখযোগ্য চাপ রয়েছে, অন্যদিকে বিশেষ আদালতের মাধ্যমে যৌন অপরাধ ও পকসো মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগও অব্যাহত রয়েছে।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর কতজন আটক, গ্রেফতার বা চার্জশিটভুক্ত হয়েছেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কতগুলি এফআইআর হয়েছে, তারও বিস্তারিত তথ্য জানতে চান তিনি।

জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, মাদক পাচার ও সেবন রুখতে পুলিশ, বিএসএফ-সহ একাধিক সংস্থাকে নিয়ে সরকার একযোগে কাজ করছে। মাদক কারবারের ক্ষেত্রে সরকার কোনওভাবেই আপস করবে না বলেও স্পষ্ট করেন তিনি। একইসঙ্গে মাদকবিরোধী সচেতনতা কর্মসূচি চালানোর পাশাপাশি মাদক সংক্রান্ত অপরাধে জড়িতদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাইরে থেকেও ত্রিপুরায় সিন্থেটিক মাদক ঢুকছে। উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লির মতো রাজ্যের কয়েকজনকে মাদক পাচারের মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

এনডিপিএস মামলায় দোষী সাব্যস্তের হার আরও বাড়ানোর ওপর সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানান মানিক সাহা। তদন্ত ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে আরও সমন্বয় বাড়াতে সরকারি কেঁসুলি এবং সহকারী সরকারি কেঁসুলিরা পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করছেন বলেও জানান তিনি।

মাদক সেবনকারী এবং ছোটখাটো মাদক বিক্রেতাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। নাবালকরা মাদক সংক্রান্ত অপরাধে জড়িয়ে পড়লেও আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি বৃহত্তর মাদক চক্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ওপর জোর দেন তিনি।

পুলিশের একাংশের মাদক কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যেসব পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, পুলিশকর্মী জড়িত থাকলেও সরকার কোনও আপস করবে না এবং আইন অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যে মাদক সেবন ও পাচার উভয়ই বন্ধ করতে সরকারের অভিযান ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে চলবে।

গাঁজা মজুতকারীর ১০ বছরের

● প্রথম পাতার পর দাস এই রায় ঘোষণা করেন। দোষী সাব্যস্ত কেশব লাল দাস ওরফে কেশবকে মাদকদ্রব্য ও মনঃপ্রভাবী পদার্থ সংক্রান্ত আইনের মামলায় এই সাজা দেওয়া হয়।

মামলার সূত্রে জানা যায়, গত ১২ এপ্রিল ২০২৫ সালে পি আর বাড়ি থানার অন্তর্গত রাধানগর জহরটিলা এলাকার বাসিন্দা কেশব লাল দাস কাঁধে একটি বস্তা নিয়ে ঘোষখামার থেকে রাধানগরের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় সন্দেহের বশে পি আর বাড়ি থানার পুলিশ তাকে আটক করে তল্লাশি চালায়। তল্লাশিতে তার কাছ থেকে ২৯ কেজি ৬০০ গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয় বলে পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়।

ঘটনার পর এসআই নির্মল দেববর্মা ঘটনার বিবরণ দিয়ে পি আর বাড়ি থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার প্রথম তদন্তকারী অফিসার ছিলেন এসআই সুজিত সরকার। পরবর্তীতে দ্বিতীয় তদন্তকারী অফিসার হিসেবে এসআই শিশু কুমার দেববর্মা তদন্ত সম্পন্ন করে আদালতে চার্জশিট জমা দেন। দীর্ঘ শুনানি প্রক্রিয়ায় আদালতে মোট ১৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সাক্ষ্য-প্রমাণ ও মামলার নথিপত্র পর্যালোচনার পর শুক্রবার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করেন স্পেশাল দায়রা জজ গোবিন্দ দাস।

মামলাটি পরিচালনা করেন আইনজীবী সুব্রত ভট্টাচার্য। আদালতের এই রায়কে ঘিরে পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, এনডিপিএস মামলায় এমন কঠোর সাজা মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্তদের মধ্যে আইনভীতির পরিবেশ তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৩ সেপ্টেম্বর থেকে

● প্রথম পাতার পর প্রতিটি শ্রমিক সংঘের পক্ষ থেকে সহযোগিতার আহ্বান জানান। সভায় উপস্থিত অটোরিক্সা সংঘের পক্ষ থেকে এবিষয়ে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়।

সভায় পরিবহণ মন্ত্রী আরও বলেন, অমৃত ভারত স্টেশনগুলিতে সমস্ত আধুনিক ব্যবস্থা রাখার প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। তিনি যোগেন্দ্রনগর রেল স্টেশনে অত্যাধুনিক সিসি ক্যামেরা চালু করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, আগরতলা ও যোগেন্দ্রনগর রেলওয়ে স্টেশনের আধিকারিকগণ, পরিবহণ ও আরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকগণ, নাগেরজলা, বাধারঘাট, যোগেন্দ্রনগর অটোরিক্সা ও ইলেক্ট্রিক অটো শ্রমিক সংঘ, অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিগণ এবং ওরা রাইড, ওবের ও নীলজ্যোতি ট্র্যাভেলসের প্রতিনিধিগণ।

সরকারি কলেজে ৩২৫ শিক্ষক পদ শূণ্য

● প্রথম পাতার পর রয়েছে। শিক্ষক সংকট মোকাবিলায় উচ্চশিক্ষা দপ্তর ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে ২০১টি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে নিয়োগের জন্য **requisition** পাঠিয়েছে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ের সাক্ষাৎকার ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। ১৪টি বিষয়ে মোট ৭৪ জন প্রার্থীর নাম দপ্তরের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সাক্ষাৎকার বর্তমানে চলছে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর নির্বাচিত প্রার্থীদের ইতিমধ্যেই অফার লেটার দেওয়া হয়েছে বলেও বিধানসভায় জানানো হয়।

তাৎক্ষণিকভাবে কলেজগুলিতে শিক্ষক ঘাটতি মেটাতে সরকার ৭৩২ জন গেস্ট লেকচারার নিয়োগের অনুমতিও দিয়েছে। পাশাপাশি সরকারি ডিগ্রি কলেজগুলির জন্য আরও ২০০টি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদ সৃষ্টির অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে নতুন ২০০টি পদের পাশাপাশি বর্তমানে থাকা ৪২টি শূন্য পদেও নিয়োগ শুরু হবে।

পেশাদার কলেজগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে রিক্রুটমেন্ট রুলস সংশোধনের কাজ চলছে। একইসঙ্গে সরকারি মিউজিক কলেজের শূন্য পদ পূরণের বিষয়টিও সরকার বিবেচনা করছে বলে জানান উচ্চশিক্ষামন্ত্রী। এদিকে, ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিকে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে রূপান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের পর টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী শূন্য পদগুলিতে নিয়োগ করা হবে বলে বিধানসভায় জানানো হয়েছে।

আগামী ৫ সেপ্টেম্বর

● প্রথম পাতার পর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার-রা সেই দাবি ও আপত্তিগুলির শুনানি করে নিষ্পত্তি করবেন। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ২৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে।

জেলাশাসক জানান, ৫ সেপ্টেম্বর থেকে নাগরিকদের সহায়তার জন্য জেলাশাসক এবং মহকুমা শাসকদের কার্যালয়ে হেল্পডেস্ক চালু করা হবে। তিনি জনগণকে নিজ নিজ এলাকার বিএলও-র সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে এবং প্রয়োজন হলে হেল্পডেস্কে যোগাযোগ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিশেষ নিবিড় সংশোধনের মূল উদ্দেশ্য হলো কোনও যোগ্য নাগরিক যেন ভোটার তালিকা থেকে বাদ না পড়েন এবং কোনও অযোগ্য ব্যক্তি যেন ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হন, তা নিশ্চিত করা। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় তিনটি মহকুমা সদর, মোহনপুর ও জিরানিয়া এবং মোট ১৪টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। জেলায় ১৪ জন ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার, ৪২ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার, ৫৭ জন অতিরিক্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার, ৮২ জন বিএলও সুপারভাইজার এবং ৭৯৫ জন বুথ লেভেল অফিসার রয়েছেন। জেলায় বর্তমানে মোট ৭৯৫টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। ২০২৫ ও ২০২৬ সালের প্রস্তাবিত পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আরও ৬৭টি নতুন ভোটকেন্দ্র চালু করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া ৩২টি নতুন সেকশন পুনর্গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং ৭টি ভোটকেন্দ্রের স্থান পরিবর্তনের প্রস্তাবও রয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা ৬,৯৯,৪২৯ জন। এরমধ্যে ৬,৩৮,৩২০ জন ভোটারের অর্থাৎ ৯১.২৬ শতাংশ, ম্যাপিং করা হয়েছে। এখনও ৬১,১০৯ জন ভোটার ম্যাপিংয়ের আওতার বাইরে রয়েছেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন নাগরিকদের সহায়তার জন্য টোল-ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর ১৯৫০-ও চালু থাকবে। ভোটার তালিকা সঠিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাখতে জেলা প্রশাসন ভোটারদের বিএলও-দের সঙ্গে সহযোগিতা করা, যাচাই প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া এবং প্রয়োজনে হেল্পডেস্ক ও হেল্পলাইন ব্যবহার করার আবেদন জানিয়েছে।

দুর্ঘটনায় মহিলার মৃত্যুর প্রতিবাদে

● প্রথম পাতার পর পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হলে অবশেষে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন আন্দোলনকারীরা।

এদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক (এসডিএম) সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। তাঁদের উপস্থিতিতে স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরে অবরোধ উঠে গেলে যান চলাচলও স্বাভাবিক হয়।

১২ লাখ টাকার কফ সিরাপ

● প্রথম পাতার পর কাশির সিরাপ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া সিরাপের কালোবাজারি মূল্য প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। এই ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার দুপুরে অসম-ত্রিপুরা সীমান্তের চুরাইবাড়ি পুলিশ ওয়াচ পোস্টে নিয়মিত যানবাহন তল্লাশি চলছিল। সেই সময় গুয়াহাটি থেকে আগরতলাগামী ডব্লিউবি - ১১- এফ -৯৭১৭ নম্বরের একটি দশ চাকার কন্টেনার ট্রাককে সন্দেহ হওয়ায় আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় ট্রাকের অন্যান্য পণ্যের আড়ালে লুকিয়ে রাখা চারটি সন্দেহজনক কাঠের বাক্স নজরে আসে পুলিশের। বাক্সগুলি খুলতেই উদ্ধার হয় ১২০০ বোতল 'এসকফ' কাশির সিরাপ। পুলিশের সন্দেহ, বেআইনিভাবে বিতরণের উদ্দেশ্যেই এই সিরাপ ত্রিপুরায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

ঘটনার পর ট্রাকের চালকসহ আরও দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিরা হলেন গুয়াহাটির জোরাবাট এলাকার অমিত নেওয়ার, মেঘালয়ের নংপোহের ডনবক ল্যাং সুমার এবং মণিপুরের খাংপোকপির সঞ্জিত বুদ্ধ ছেত্রী।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, তিনজনকেই বৃহস্পতিবার রাতে বাজারিছড়া থানায় রাখা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। উদ্ধার হওয়া কাশির সিরাপের উৎস কোথায় এবং এর চূড়ান্ত গন্তব্য কোথায় ছিল, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাজারিছড়া থানার ওসি খানিন্দ্র নাথের তত্ত্বাবধানেই পুরো অভিযানটি পরিচালিত হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় এনডিপিএস আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। শুক্রবার আটক তিনজনকে জেলা সিজেএম আদালতে পেশ করা হবে।

পুলিশ আরও খতিয়ে দেখছে, এই চালানের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না এবং এর পিছনে কোনও বড়সড় পাচারচক্র সক্রিয় রয়েছে কি না। তদন্তের মাধ্যমে গোটা চক্রের হদিস বের করার চেষ্টা চলছে।

আত্মসমর্পনকারী জঙ্গিদের

● প্রথম পাতার পর সংগঠনের সদস্যরা। সেই সময় প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের দাবিগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার আশ্বাস দেওয়া হলেও, পরবর্তীতে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ আন্দোলনকারীদের। সেই কারণেই ফের বৃহত্তর আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান তারা।

শুক্রবার সকাল থেকেই চম্পকনগর এলাকায় আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন আন্দোলনকারীরা। পাশাপাশি ব্রিগুদাস এলাকায় রেলপথও অবরোধ করা হয়। সাত দফা দাবির সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

আন্দোলনকারীদের স্পষ্ট বক্তব্য, শুধু প্রশাসনিক আশ্বাসে এবার তারা অবরোধ প্রত্যাহার করবেন না। মুখ্যমন্ত্রী এবং জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ঘটনাস্থলে এসে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দাবিগুলি পূরণের বিষয়ে নির্দিষ্ট আশ্বাস দিলেই জাতীয় সড়ক ও রেলপথ অবরোধ মুক্ত করা হবে।

অন্যদিকে, একইসঙ্গে জাতীয় সড়ক ও রেলপথ অবরোধের ফলে সাধারণ যাত্রী ও যানবাহন চালকদের দুর্ভোগ বাড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘটনাস্থলে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে প্রশাসনের আলোচনা করে দ্রুত অবরোধ প্রত্যাহারের চেষ্টা করে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ প্রশাসনের চেষ্টাতেও অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়নি বলে খবর।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
29-08-2026, 01:34

টিবিএফএ-এর উদ্যোগে ক্রীড়াবিদদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। রাজ্যে ক্রীড়াবিদদের শারীরিক সুস্থতা ও স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগামী ৩০শে আগস্ট, রবিবার এক বিশেষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। ''ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স অ্যান্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশন''-এর উদ্যোগে এবং আগরতলা ''আইএলএস হাসপাতাল''-এর সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতায় আগরতলার নেতাজি চৌমুহনীস্থিত ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল-এ সকাল ১০টা থেকে এই শিবিরটি অনুষ্ঠিত হবে। ক্রীড়াজগতের মানুষদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা দূর করা এবং প্রতিজন অ্যাথলিটকে সম্পূর্ণ সুস্থ রাখতে সচেতনতা তৈরি করাই এই শিবিরের মূল উদ্দেশ্য।

এই শিবিরে ক্রীড়াবিদদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য উপস্থিত থাকবেন দেশের বিশিষ্ট ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা। রোগীদের পরামর্শ দেবেন অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞ ড. কে. জয়ন্ত রেড্ডি, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ড. নব্যেন্দু সিনহা, ডায়েটিশিয়ান দয়িতা চৌধুরী, ফিজিওথেরাপিস্ট ড. রূপজিৎ দাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (অপারেশনস) শর্মিতা রায় এবং ফাইব্রোস্ক্যান টেকনিশিয়ান বিশ্বজিৎ সেন। শিবিরে অ্যাথলিটদের বিনামূল্যে রক্তচাপ ও রক্তে শর্করা পরীক্ষার পাশাপাশি লিভার স্ক্যানিং (ফাইব্রোস্ক্যান)-এর মতো বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হবে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে রাজ্যের সমস্ত ক্রীড়াবিদদের এই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

জাতীয় ক্রীড়া দিবসের তাৎপর্য

সুপ্রভাত দেবনাথ।। জাতীয় ক্রীড়া দিবসের তাৎপর্য লিখতে গিয়ে প্রথমেই আন্তরিক স্বাগত জানাতে হয় হকি জাদুকর ধ্যানচাঁদের স্মরণে উদযাপিত সুস্থ ও সচেতন যুবসমাজ গড়ার প্রয়াসকে। প্রতি বছর ২৯শে আগস্ট সমগ্র দেশজুড়ে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে পালিত হয় ''জাতীয় ক্রীড়া দিবস''। ভারতের হকি কিংবদন্তি মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মবার্ষিকী স্মরণে এই বিশেষ দিনটি উদযাপন করা হয়। ১৯০৫ সালের ২৯শে আগস্ট জন্মগ্রহণ করা ধ্যানচাঁদ তাঁর অসাধারণ হকি শৈলী দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারতকে অলিম্পিকে তিনটি স্বর্ণপদক এনে দিয়েছিলেন। ক্রীড়াজগতে তাঁর অসামান্য অবদান এবং ক্রীড়াশৈলীর প্রতি সম্মান জানাতে ২০১২ সালে ভারত সরকার এই দিনটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। পরবর্তীতে দেশের সেরা ক্রীড়াবিদদের রাজীব গান্ধী খেলরত্ন (বর্তমানে মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন), অর্জুন পুরস্কার এবং দ্রোণাচার্য পুরস্কারের মতো জাতীয় ক্রীড়া সম্মানে ভূষিত করার জন্য এই দিনটিকেই বেছে নেওয়া হয়।

জাতীয় ক্রীড়া দিবস কেবল ইতিহাসকে স্মরণ করার দিন নয়, এটি দেশের তরুণ প্রজন্মকে ক্রীড়ামুখী করার এবং শারীরিক সুস্থতা ও ক্রীড়া সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোর এক বিরাট মাধ্যম। আধুনিক জীবনযাত্রায় গজে ওঠা অলসতা ও প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার থেকে যুবসমাজকে বের করে এনে একটি সুস্থ-সবল জাতি গঠনে খেলাধুলার বিকল্প নেই। এই দিনে দেশের বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও ক্রীড়া সংস্থাগুলোতে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সচেতনতামূলক শিবির এবং ফিটনেস ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। খেলাধুলা কেবল শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখে না, এটি শৃঙ্খলা, দলগত মনোভাব, ধৈর্য্য এবং নেতৃত্বের গুণাবলী বিকশিত করতে সাহায্য করে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভারতের ক্রীড়া মানচিত্রে জাতীয় ক্রীড়া দিবসের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। খেলো ইন্ডিয়া ও ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের মতো নতুন পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে দেশজুড়ে অ্যাথলিটদের তৃণমূল স্তর থেকে তুলে আনার কাজ চলছে। এই দিনটিতে জাতীয় স্তরে সেরা পারফর্মারদের সম্মানিত করার মাধ্যমে তরুণ অ্যাথলিটরা দেশের জন্য পদক জয়ের নতুন অনুপ্রেরণা পান। মেজর ধ্যানচাঁদের সততা, শৃঙ্খলা ও আত্মত্যাগের নীতিকে পাথেয় করে ভারত যেন আগামী দিনে বিশ্ব ক্রীড়া মঞ্চে শীর্ষস্থান অর্জন করতে পারেজাতীয় ক্রীড়া দিবসে এটিই দেশবাসীর প্রধান অঙ্গীকার।

চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগ ফুটবলে উদ্বোধনী জয় ব্লাডমাউথ ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।।চমৎকারভাবেই এবারের শ্যামসুন্দর চন্দ্র মেমোরিয়াল স্মৃতি সিনিয়র ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টে নিজেদের অভিযান শুরু করল ব্লাড মাউথ ক্লাব। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত ক্লাব লীগ এই ফুটবল টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শুক্রবার আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয় ব্লাড মাউথ ক্লাব ও টাউন ক্লাব। উভয় দলের লড়াই শুরু হবার আগে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধায়ক তথা বিজেপির প্রদেশ সভাপতি অভিষেক দেবরায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার, সম্পাদক অমিত চৌধুরী সহ আরো বিশিষ্ট জনেরা। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর শুরু হয় টুর্নামেন্টের মূল লড়াই। আর তাতেই বাজিমাত দেখালো ব্লাড মাউথ ক্লাব। পারভেজ ভূইয়ার হ্যাট্রিকে উদ্বোধনী ম্যাচে টাউন ক্লাবকে ৪-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে ব্লাড মাউথ। প্রথমার্ধেই পারভেজের জোড়া গলে জয়ের পথ অনেকটা মসৃণ করে নেয় ব্লাড মাউথ। বিরতির পর পারভেজ আরও একটি গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক করে নেয়। যদিও শেষ পর্যন্ত টাউন ক্লাব একটি গোল করে ব্যবধান খানিকটা কমায়। ১৩ মিনিট ও ৩৫ মিনিটে পারভেজ পরপর দুটি গোল করে এগিয়ে দেয় ব্লাড মাউথকে। যা বহাল থাকে প্রথমার্ধের শেষ সময় পর্যন্ত। বিরতির পর দ্বিতীয় অর্ধের খেলা শুরু হলে টাউন ক্লাবের রোনাল্ড সিং ৫৮ মিনিটে একটি গোল করে ব্যবধান কমিয়ে আনে। যদিও তা ধরে রাখতে পারেনি টাউনে ক্লাব। ব্লাডের কাউচাং জমাতিয়া ৮১ মিনিটে একটি গোল করে ব্যবধান আবারও বাড়িয়ে দেয়। ৮৪ মিনিটে পারভেজ নিজের তৃতীয় গোলটি করে হ্যাটট্রিক করে। যা শেষ পর্যন্ত বহাল থাকায় এবারের সিনিয়র ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টে সহজ জয় দিয়েই নিজেদের অভিযান শুরু করতে সক্ষম হল ব্লাড মাউথ। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচটি পরিচালনা করেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা। ম্যাচে হ্যাটট্রিক করার সুবাদে সেরা ফুটবলারের তকমা পেলেন পারভেজ।

হলফনামা

আমি প্রিয়াংকা বাহাদুর শার্কী (পুরাতন নাম), পতি-মোঃ ইমরান হোসেন, সাকিন-গজারিয়া মুসলিম পাড়া, এস.ডি.মিশন, চারিপাড়া, ডাকঘর- এস.ডি.মিশন, থানা-অরুন্ধুতীনগর, জিলা-পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন- ৭৯৯০০৩, (সম্পূন ঠিকানা) এতদ্বারা সত্য ও দৃঢ়তার সাথে শপথ পূর্বক ঘোষনা করিতেছি যে, আমি আমার পুরাতন নাম প্রিয়াংকা বাহাদুর শার্কী থেকে পরিবর্তন করে প্রিয়াংকা আক্তার নামে পরিচিত হইলাম। অদ্য ১৬-০৮-২০২৬ ইং তারিখে সম্পাদিত নোটারী পাবলিক মিঃ কর্তৃক প্রত্যায়িত যাহার সিরিয়াল নং S131-/আগষ্ট/২৬ এক হলফনামা মূলে শুদ্ধনামে পিরিচিত হইলাম। আমি প্রিয়াংকা বাহাদুর শার্কী (পুরাতন নাম) ও প্রিয়াংকা আক্তার (নতুন নাম) উভয় নামে একই ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম।

সত্যপাঠ
উপরোক্ত বিবরন আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর-
Priyanka Akhtar

হলফনামা

আমি মোঃ সাহেব আলী (পুরাতন নাম), পিতা-আব্দুল হাসেম, সাকিন- কুসামারা বেড়ী, কাকড়াবন, ডাকঘর- কাকড়াবন, থানা-কাকড়াবন, জিলা- গোমতী, ত্রিপুরা, পিন-৭৯১১০৫, (সম্পূন ঠিকানা) এতদ্বারা সত্য ও দৃঢ়তার সাথে শপথ পূর্বক ঘোষনা করিতেছি যে, আমি আমার পুরাতন নাম মোঃ সাহেব আলী থেকে পরিবর্তন করে সাহেব আলী নামে পরিচিত হইলাম। অদ্য ২৪-০৮-২০২৬ ইং তারিখে সম্পাদিত নোটারী পাবলিক মিঃ কর্তৃক প্রত্যায়িত যাহার সিরিয়াল নং 347-আগষ্ট/২৬ এক হলফনামা মূলে শুদ্ধনামে পিরিচিত হইলাম। আমি মোঃ সাহেব আলী (পুরাতন নাম) ও সাহেব আলী (নতুন নাম) উভয় নামে একই ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম।

সত্যপাঠ
উপরোক্ত বিবরন আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর-
Saheb Ali

হলফনামা

আমি মোঃ জশিম উদ্দিন (পুরাতন নাম), পিতা-আব্দু আহাদ, সাকিন- জয়পুর, মধ্যপাড়া, রামনগর, আগরতলা, ডাকঘর- আগরতলা, থানা- পশ্চিম আগরতলা, জিলা- পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন- ৭৯৯০০১, (সম্পূন ঠিকানা) এতদ্বারা সত্য ও দৃঢ়তার সাথে শপথ পূর্বক ঘোষনা করিতেছি যে, আমি আমার পুরাতন নাম মোঃ জশিম উদ্দিন থেকে পরিবর্তন করে মোহাম্মদ জশিম উদ্দিন নামে পরিচিত হইলাম। অদ্য ২৮-০৮-২০২৬ ইং তারিখে সম্পাদিত নোটারী /আগষ্ট/২৬ এক পাবলিক মিঃ কর্তৃক প্রত্যায়িত যাহার সিরিয়াল নং-365-হলফনামা মূলে শুদ্ধনামে পিরিচিত হইলাম। আমি মোঃ জশিম উদ্দিন (পুরাতন নাম) ও মোহাম্মদ জশিম উদ্দিন (নতুন নাম) উভয় নামে একই ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম।

সত্যপাঠ
উপরোক্ত বিবরন আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর-
Mohammad Jashim Uddin

হলফনামা

আমি জহর মিঞা (পুরাতন নাম), পিতা- মন্তাজ মিঞা, সাকিন- চারিপাড়া, গজারিয়া এস.ডি.মিশন, ডাকঘর- এস.ডি. মিশন, থানা- অরুন্ধুতীনগর, জিলা- পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন-৭৯৯০০৩, (সম্পূন ঠিকানা) এতদ্বারা সত্য ও দৃঢ়তার সাথে শপথ পূর্বক ঘোষনা করিতেছি যে, আমি আমার পুরাতন নাম জহর মিঞা থেকে পরিবর্তন করে মোহাম্মদ জহর মিঞা নামে পরিচিত হইলাম। অদ্য ১৬-০৮-২০২৬ ইং তারিখে সম্পাদিত নোটারী /আগষ্ট/২৬ এক পাবলিক মিঃ কর্তৃক প্রত্যায়িত যাহার সিরিয়াল নং ছ-১৩২-হলফনামা মূলে শুদ্ধনামে পিরিচিত হইলাম। আমি জহর মিঞা (পুরাতন নাম) ও মোহাম্মদ জহর মিঞা (নতুন নাম) উভয় নামে একই ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম।

সত্যপাঠ
উপরোক্ত বিবরন আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।
স্বাক্ষর-
মোহাম্মদ জহর মিঞা

বৈকুণ্ঠ নাথ মহিলা ফুটবল : খাস ফাইনালের রূপ নিল জম্পুইজলা ও পুলিশ দলের মহারণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। জমজমাট মোড়ে এসে পৌঁছাল বৈকুণ্ঠ নাথ মেমোরিয়াল মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার সুপার লিগ। লিগের শেষ দিনের খেলায় মুখোমুখি হতে চলেছে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার ও ত্রিপুরা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। টুর্নামেন্টের সমীকরণ অনুযায়ী, এই ম্যাচটিই কার্যত শিরোপা নির্ধারক ফাইনালে রূপান্তরিত হয়েছে। সুপার লিগে নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচের দুটিতেই জয় পেয়ে পূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে দুই দল। তবে ড্র করলেই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার বাড়তি সুবিধা সঙ্গে নিয়ে মাঠে নামবে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার।

সুপার লিগে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচেও দুই পরাশক্তি তাদের জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে। দিনের প্রথম ম্যাচে সকাল সাতটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব ২-১ গোলের ব্যবধানে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সংঘকে পরাজিত করে। ম্যাচের শুরুতেই শিবানী দেববর্মা (৬ মি.) গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। খেলা শেষের দিকে ৮০ মিনিটের মাথায় আলিশা রাংখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের হয়ে ব্যবধান কমালেও, ৮৮ মিনিটের মাথায় ফুদোলো দেববর্মা লক্ষ্যভেদ করে পুলিশের জয় সুনিশ্চিত করেন। দুই ম্যাচ শেষে ত্রিপুরা পুলিশের গোল ব্যবধান দাঁড়িয়েছে ৪-২।

অন্যদিকে বিকেল তিনটার ম্যাচে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার ১-০ গোলের ন্যূনতম ব্যবধানে হারিয়েছে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক ক্লাবকে। ম্যাচের ৭০ মিনিটের মাথায় দলনেত্রী সোয়ারি দেববর্মা একমাত্র জয়সূচক গোলটি তুলে নেন। দুই ম্যাচ শেষে ৩-০ গোল ব্যবধান নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় সামান্য এগিয়ে রয়েছে জম্পুইজলা। ফলে আগামী ৩০ আগস্ট অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া লিগের অন্তিম ম্যাচে ড্র করতে পারলেই চ্যাম্পিয়ন শিরোপা নিশ্চিত করবে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। অপরদিকে ট্রফি উঁচিয়ে ধরতে হলে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবকে জয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবলে চলবে না।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্যারিসের সামনে বার্সেলোনা, কঠিন প্রতিপক্ষদের সামনে আর্সেনাল, সহজ ম্যাচ রিয়ালের

উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সূচি ঘোষণা হয়ে গেল। পরের মাস থেকে শুরু হবে প্রতিযোগিতা। তার আগে, বৃহস্পতিবার মোনাকোয় ড্র আয়োজিত হল। সেখানে বেশ কিছু উত্তেজক ম্যাচ দেখা যেতে চলেছে। যেমন গত দু'বারের বিজয়ী প্যারিস সঁ জরমঁকে খেলতে হবে বার্সেলোনার মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। আর্সেনাল, ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কঠিন প্রতিপক্ষ রয়েছে। তুলনায় কিছুটা সহজ প্রতিপক্ষ পেয়েছে ১৫ বারের বিজয়ী রিয়াল মাদ্রিদ।

গত দু'বছর ধরে নতুন ফরম্যাটে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ হচ্ছে। এখন গ্রুপ ভাগ করে খেলা হয় না। পাত্র থেকে দল বেছে নেওয়ার পর সুপারকম্পিউটারের সাহায্যে প্রতিপক্ষ নির্ধারণ করা হয়। সে ভাবেই প্রথমে নাম এসেছিল রিয়াল মাদ্রিদের। আর্সেনাল এবং ইন্টার মিলান বাদে সে ভাবে কঠিন প্রতিপক্ষ নেই তাদের সামনে।

গত দু'বারের বিজয়ী প্যারিসকে বার্সেলোনা ছাড়াও খেলতে হবে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিপক্ষে। এ ছাড়া রোমা, অ্যাস্টন ভিলার মতো দলও রয়েছে। বার্সেলোনাকে প্যারিস ছাড়াও ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে খেলতে হবে। গত বার রানার্স হয়েছিল আর্সেনাল। রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়াও তাদের খেলতে হবে বায়ার্ন মিউনিখ, বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, নাপোলির বিরুদ্ধে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অংশগ্রহণ করা ৩৬টি দলের মধ্যে প্রথম আটে যারা শেষ করবে, তারা সরাসরি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করবে। ৯ থেকে ২৪ নম্বরে শেষ করা দল নিজেদের মধ্যে একটি ম্যাচের প্লে-অফ খেলবে। বিজয়ী দল উঠবে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে। ২৫ থেকে তার নীচে শেষ করা দল বিদায় নেবে প্রতিযোগিতা থেকে।কয়েক দিনের ব্যবধানে বিশ্বকাপ খেলা তিনটি দেশের সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে ভারতীয় ফুটবল দল। ব্রাজিল ম্যাচ যে যুবভারতীতে হবে তা আগেই নিশ্চিত হয়েছিল। এ বার দু'বারের বিশ্বকাপজয়ী উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচও হবে শহরে। তবে পানামা ম্যাচ যুবভারতী পায়নি। সেটি হবে বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে। বৃহস্পতিবার ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের তরফে এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ৬ অক্টোবর উরুগুয়ের সঙ্গে যুবভারতীতে খেলবে ভারত। অর্থাৎ ব্রাজিল দ্বৈরথের তিন দিন পরেই এই ম্যাচ হচ্ছে। তার আগে, ২৬ সেপ্টেম্বর পানামার সঙ্গে ম্যাচ রয়েছে বেঙ্গালুরুতে।

এই মুহূর্তে উরুগুয়ে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে রয়েছে ২০ নম্বরে। তারা এ বছর বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছিল। বিশ্বকাপের পরেই উরুগুয়ে দলের কোচ হয়েছেন দিয়েগো ফোরলান। তিনি বহু পরিচিত মুখ এবং আইএসএলে মুম্বই সিটি এফসি-র হয়ে খেলে গিয়েছেন। শহরে তাঁর প্রচুর সমর্থকও রয়েছেন।

অন্য দিকে, বেঙ্গালুরুতে ২০২৩-এর পর আবার খেলতে নামবে ভারত। শেষ বার ওই মাঠে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিল তারা। ফাইনালে হারিয়েছিল কুয়েতকে। আইএসএল হোক বা ভারতীয় দলের ম্যাচ, বেঙ্গালুরুতে সব সময়েই জনসমর্থন থাকে। ফলে পানামার বিরুদ্ধে খেলতে সুবিধাই হবে ভারতের।

এই মুহূর্তে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ৪৪ নম্বরে রয়েছে পানামা। তারা বিশ্বকাপেও খেলেছে। ফলে কঠিন দলের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচে নামবে ভারত। তবে ধারে-ভারে উরুগুয়ে এবং ব্রাজিল আরও অনেক কঠিন দল।

প্যারিসের প্রতিপক্ষ: (ঘরের মাঠে) বার্সেলোনা, রোমা, গালাতাসারে, ব্রাতিস্লাভা; (বাইরের মাঠে) ম্যান সিটি, ভিলা, ভিয়ারিয়াল, কোমো।

আর্সেনালের প্রতিপক্ষ: (ঘরের মাঠে) রিয়াল মাদ্রিদ, ডর্টমুন্ড, লিলে, সাবাহ; (বাইরের মাঠে) বায়ার্ন, রিয়াল বেটিস, নাপোলি, স্লাভিয়া প্রাগ।

রিয়ালের প্রতিপক্ষ: (ঘরের মাঠে) ইন্টার, পিএসভি আইন্দোভেন, লাইপজিগ, লাস্ক; (বাইরের মাঠে) আর্সেনাল, রোমা, শাখতার ডোনেৎস্ক, এথেন্স।

বার্সেলোনার প্রতিপক্ষ: (ঘরের মাঠে) ম্যান সিটি, অ্যাস্টন ভিলা, ফেয়েনুর্ড, কোমো; (বাইরের মাঠে) প্যারিস, স্পোর্টিং সিপি, গালাতাসারে, সাবাহ।

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রতিপক্ষ: (ঘরের মাঠে) বায়ার্ন, রোমা, লাইপজিগ, সাবাহ; (বাইরের মাঠে) আতলেতিকো মাদ্রিদ, স্পোর্টিং সিপি, ভিয়ারিয়াল, কোমো।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটির প্রতিপক্ষ: (ঘরের মাঠে) প্যারিস, স্পোর্টিং সিপি, নাপোলি, এথেন্স; (বাইরের মাঠে) বার্সেলোনা, পোর্তো, লাইপজিগ, লেন্স।

ইমরানকে অপমান পাক ক্রিকেটারদেরই ! লজ্জাজনক কাণ্ড বাবরদের, নেপথ্যে রাজনীতির উসকানি ?

অধিনায়ক হিসাবে দেশকে একমাত্র বিশ্বকাপ এনে দিয়েছেন। কিন্তু সেই ইমরান খানকেই চরম অপমান করল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড! তাদের ইমরান বিরোধিতা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে খেলা চলাকালীনই ম্যাচ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নিয়ে ফেলেছে। ঘটনাটি ঘটেছে ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান টেস্ট চলাকালীন। মধ্যাহ্নভোজের বিরতির সময়ে পাক ব্রিগেড জানিয়ে দেয়, ইমরানের 'বিরোধিতা' না করলে তারা দ্বিতীয় সেশনে আর মাঠে নামবে না!

বর্তমানে ইংল্যান্ড সফরে রয়েছে পাক ব্রিগেড। লর্ডসে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা হচ্ছে। ওই টেস্টের প্রথম দিন মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারের আয়োজন করেছিল সিরিজের সম্প্রচারকারী সংস্থা স্কাই স্পোর্টস। ওই সাক্ষাৎকারে ডাকা হয় ইমরানের দুই পুত্র সুলেমান এবং কাশিম খানকে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ইংল্যান্ড কিংবদন্তি ক্রিকেটার মাইকেল আথারটন। দুর্নীতির অভিযোগে প্রায় তিনবছর ধরে জেলে বন্দি প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী। সেই নিয়েই ওই সাক্ষাৎকারে আলোচনা হয়।

কিন্তু পাক বোর্ড সাফ জানিয়ে দেয়, টেস্ট চলাকালীন এই সাক্ষাৎকার সম্প্রচার করা যাবে না। অন্যদিকে স্কাই স্পোর্টসও নিজের সিদ্ধান্তে অনড়। এহেন পরিস্থিতিতে মধ্যাহ্নভোজের বিরতি হয়, উত্তেজনা চরমে ওঠে। একটা সময়ে পাক বোর্ড রীতিমতো হুমকি দেয় ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডকে। তারা জানিয়ে দেয়, আথারটনের সঙ্গে ইমরানপুত্রদের সাক্ষাৎকার যদি ম্যাচের মধ্যে সম্প্রচারিত হয় তাহলে টেস্ট বয়কট করবেন বাবর আজমরা। বিরতির পর আর মাঠে নামবেন না। শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ড বোর্ড রাজি করিয়ে পাক দলকে মাঠে নামায়। সাক্ষাৎকারটিও সম্প্রচারিত হয়।

প্রশ্ন উঠছে, দেশের একমাত্র বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের পুত্রদের সাক্ষাৎকারের বিরোধিতায় এমন উঠেপড়ে কেন লেগেছে পাকিস্তান? অনেকেই রাজনীতির উল্লেখ করছেন। বর্তমানে পাক বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভি, যিনি কিনা পাক সরকারের মন্ত্রীও। সেই পাক সরকার, যারা ইমরানের দলকে ভোটে লড়তে দেয়নি, যাদের আমলে ইমরানের উপর নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। রাজনীতির করাল গ্রাসে কি এভাবেই মেরুদন্ডহীন হয়ে পড়বে পাক ক্রিকেট?

ফিফার আধিকারিকদের কোটি কোটি টাকা ঘুষ ! বিশ্বকাপের পর বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি দুই আর্জেন্টাইনের

বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর পাঁচ সপ্তাহ পেরিয়েছে। এখনও বিশ্বকাপের দুর্নীতি নিয়ে ইতিউতি অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। নানাবিধ বিতর্কে জর্জরিত ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। এর মধ্যেই আরও এক বিস্ফোরক অভিযোগ প্রকাশ্যে এল। এবার আর্জেন্টিনার দুই মিডিয়া ব্যারন স্বীকার করে নিলেন যে বিভিন্ন খেলার সম্প্রচার স্বত্ব নিশ্চিত করার জন্য ফিফার আধিকারিকদের মোটা অঙ্কের ঘুষ দিয়েছেন তাঁরা।

২০১৫ সালে এক ভয়াবহ দুর্নীতি ফিফাকে বড়সড় কলঙ্কের মুখে ফেলে দিয়েছিল। সেসময় টাকার বিনিময়ে ফিফা, কনকাফ এবং কনবমেল অর্থাৎ দুই আমেরিকা মহাদেশের ফুটবল সংস্থা এবং ফিফার একাধিক ম্যাচের স্বত্ব বিক্রিতে বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে ফিফা আধিকারিকদের বিরুদ্ধে। ২০১৫ সালের ২৭ মে জুরিচের একটি পাঁচতারকা হোটেল থেকে মার্কিন বিচার বিভাগের অনুরোধে ফিফার সাতজন শীর্ষ আধিকারিককে গ্রেপ্তারও করা হয়। এক বছর বাদে শেপ ব্লাটার ফিফা সভাপতির চেয়ার হারান।সেই দুর্নীতির তদন্ত এখনও চলছে। সূত্রের খবর, সেই দুর্নীতিতে অন্যতম অভিযুক্ত আর্জেন্টিনার দুই স্পোর্টস মার্কেটিংয়ের কর্তা স্বীকার করেছেন যে তাঁরা সেসময় ফিফার আধিকারিকদের কোটি কোটি টাকা ঘুষ দিয়েছিলেন। হুগো জিনকিস এবং মারিয়ানো জিনকিস, সম্পর্কে পিতাপুত্র। তাঁরা মার্কিন তদন্তকারী সংস্থাকে জানিয়েছেন, "আমরা সেসময় ফিফার ম্যাচগুলির লোভনীয় সম্প্রচার স্বত্ব হাতানোর জন্য লক্ষ লক্ষ মার্কিন ডলার ঘুষ দিয়েছি। জানা গিয়েছে, আর্জেন্টিনার স্পোর্টস মার্কেটিং কোম্পানি ফুল প্লে-র মালিকানা রয়েছে ওই বাপ-ছেলের নামে। সেসময় ফিফা বিশ্বকাপের বাছাই পর্ব, কোপা আমেরিকার মতো টুর্নামেন্টের স্বত্ব পেতে মোটে অঙ্কের ঘুষ দিয়েছিলেন তাঁরা।

এমনিই বিশ্বকাপের নানাবিধ কাণ্ড নিয়ে অভিযোগে জরাজীর্ণ ফিফা। বর্তমান সভাপতি ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে একাধিক বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে দুই আর্জেন্টাইন আধিকারিকের স্বীকারোক্তি ফিফার ভাবমূর্তিকে আরও প্রশ্নবিদ্ধ করল।চিফ অপারেটিং অফিসার কেভিন ল্যামোরকে বরখাস্ত করার পর আরও সমর্থন হারালেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। ফরাসি ফুটবল কর্তাকে তাড়ানোর প্রতিবাদে সুর চড়াল হাঙ্গেরি। ফিফার সহ-সভাপতি এবং ফিফা কাউন্সিল সদস্য স্যান্ডর সানি ফিফা সভাপতির প্রতি সমর্থন প্রত্যাহারের কথা জানিয়েছেন। তিনি হাঙ্গেরির ফুটবল কর্তা।

ইনফান্তিনোর প্রস্তাব নিয়ে ল্যামোর মন্তব্য করেছিলেন, "ফিফা সভাপতি কর্মীদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন।" সদস্য দেশগুলি প্রতিবাদ জানানোর আগে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন ল্যামোর। তিনি বলেছিলেন, "এই প্রকল্পটা এক জন ব্যক্তির। এই প্রকল্প অবিলম্বে বাতিল করা উচিত। ফুটবল প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা নিজেদেরই প্রশ্ন করুন। সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসে গিয়েছে।" পরোক্ষে ইনফান্তিনোকে সরানোর কথা বলেছিলেন তিনি। চাকরি হারানোর আশঙ্কাও প্রকাশ করেছিলেন ল্যামোর। তাঁর আশঙ্কাকে সত্যি করে ফিফা বরখাস্ত করেছে। ফিফা একের পর শীর্ষস্তরের কর্তাদের বরখাস্ত করায় ইনফান্তিনোর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নরওয়ের ফুটবল সংস্থার প্রধান লিস ক্লাভেনেস। এ বার সুর চড়াল হাঙ্গেরিও। ফিফার অন্য সহ-সভাপতি তথা সে দেশের ফুটবল কর্তা সানি মুখ খুলেছেন। তিনি বলেছেন, "ল্যামোরের অপ্রত্যাশিত বরখাস্তই শেষ আঘাত। তিনি অত্যন্ত পেশাদার ভাবে নৈতিকতার উচ্চ মান বজায় রেখে কাজ করছিলেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফিফায় অবদান রেখেছেন। অথচ একটি প্রস্তাবের সমালোচনা করায় তাঁকে বরখাস্ত করা হল। অথচ ফিফা সভাপতি নিজেই মেনে নিয়েছেন, প্রস্তাবটি ভুল ছিল! এই সিদ্ধান্ত পেশাগত বিচারবুদ্ধি, নৈতিক মান এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে গুরুতর ঘাটতিকেই ইঙ্গিত করে।" সানির বক্তব্য নিয়ে ফিফা কোনও মন্তব্য করেনি।

তীব্র সমালোচনার পর 'ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ' প্রকল্প বাতিল করতে বাধ্য হন ইনফান্তিনো। ইংল্যান্ড, ওয়েলস, নরওয়ের মতো দেশগুলি আগেই জানিয়েছিল ইনফান্তিনোকে আর ফিফা সভাপতি দলে তারা চায় না। সানি সরব হওয়ার অর্থ হাঙ্গেরিও আর ইনফান্তিনোকে সমর্থন করবে না।

মাঠের পিচ খারাপ, খেলোয়াড়দের থাকার ছোট ছোট ঘর এশিয়ান গেমসের ক্রিকেট নিয়ে শুরুতেই হাজার প্রশ্ন

এশিয়ান গেমসে ক্রিকেট শুরু হতে এখনও মাসখানেক বাকি। তার আগেই এই ইভেন্ট নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠে গেল। জানা গিয়েছে, যে মাঠে ক্রিকেট খেলা হবে তার পিচ খারাপ। শুধু তাই নয়, হোটেলের ঘর এতই ছোট ছোট যে ক্রিকেটারদের কিট ব্যাগ রাখারও জায়গা থাকবে না। মাঠে নেই সঠিক মানের সাজঘরও। ফলে এশিয়ার একাধিক প্রথম সারির দেশ পরিষেবা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে।

আর কয়েক সপ্তাহ পরেই জাপানের নাগোয়ার নিশিনে এশিয়ার অন্যতম সেরা ক্রিকেটারেরা খেলতে নামবেন। ভারতীয় দলে শ্রেয়স আয়ার, জসপ্রীত বুমরাহ, বৈভব সূর্যবংশীরা থাকবেন। কিন্তু তাঁরা কেমন পরিষেবা পাবেন তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

কয়েক মাস আগেও বেসবল খেলা হত যে মাঠে, সেখানেই ক্রিকেট হবে। সকলের আগে এশীয় ক্রিকেট সংস্থাকে (এসিসি) আপত্তির কথা জানায় পাকিস্তান। এর পর ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান একে একে আপত্তির কথা জানাতে থাকে। ফলে এসিসি-কে প্রতিনিধি পাঠাতে হচ্ছে মাঠের তদারকি করার জন্য। এক সূত্র বলেছেন, "খুবই অপরিণত একটা মাঠ। কেমন পরিষেবা পাওয়া যাবে জানি না। কয়েক দিন আগেই পিচ বসানো হয়েছে। মে মাসের একটা প্রতিযোগিতা ছাড়া সেই পিচে ক্রিকেটই খেলা হয়নি। ঠিকঠাক সাজঘরও নেই।''

একটি বৈঠকের পর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে ভারতের অলিম্পিক্স সংস্থা এবং এশিয়াডের আয়োজক কমিটিকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

কোরোগি স্পোর্টস পার্কের মাঠে অস্থায়ী গ্যালারিতে মাত্র হাজার দুয়েক দর্শক থাকতে পারবেন। মাঠে সাধারণ ঘাসের পাশাপাশি পলিথাইলিন ফাইবার রয়েছে। মে-তে এশিয়া-প্যাসিফিক যোগ্যতা অর্জন পর্ব আয়োজিত হয়েছে ওই মাঠে। পিচ বেশ বাউন্সি। ক্রিকেটারেরা থাকবেন ২০ কিলোমিটার দূরের একটি হোটেলে। অতীতের মতো এ বার কোনও গেমস ভিলেজ থাকছে না। ভারতের ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়, ক্রিকেট ও ফুটবল দল এবং সফবল দল থাকবে নাগোয়ার হোটেলে। এক কর্তা জানিয়েছেন, দু'জন ক্রিকেটারের ভাগ করে থাকার নিরিখে ঘর খুবই ছোট। নিজেদের কিটব্যাগ এবং মালপত্র রাখার পর দাঁড়ানোর জায়গা পাওয়াই মুশকিল।

এখন দেখার, এক মাসের মধ্যে সমস্যার সমাধান হয় কি না।

বিজয়া প্যালেসে পুলিশের অভিযান, একাধিক আটক

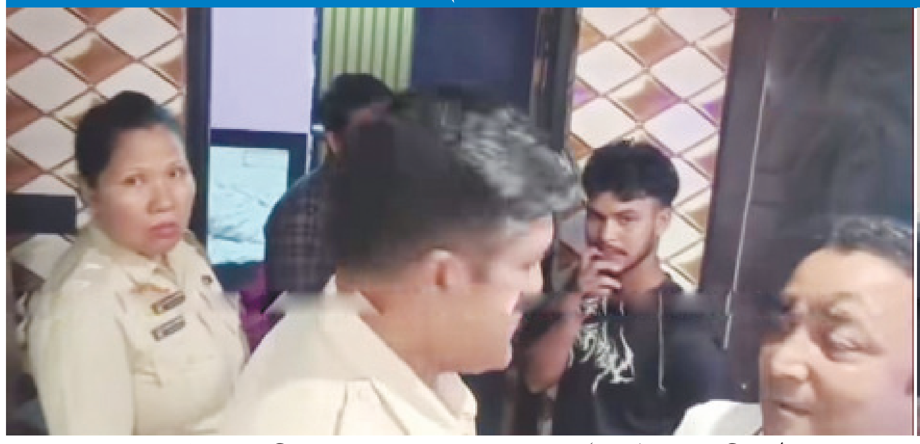

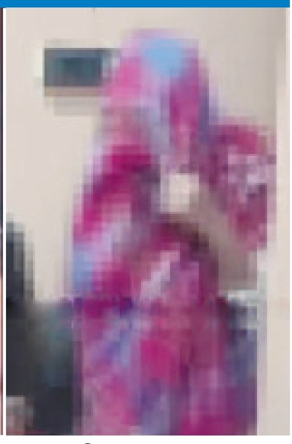

আগরতলা, ২৮ আগস্ট: রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে পূর্ব আগরতলা থানার অন্তর্গত হোটেল বিজয়া প্যালেসে অভিযান চালাল পুলিশ। শুক্রবার রাতে পুলিশের সদর দপ্তরের নির্দেশে পূর্ব আগরতলা থানা ও পূর্ব আগরতলা মহিলা থানার যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন পূর্ব আগরতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন দাস এবং মহিলা থানার ওসি শকুন্তলা দেববর্মা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হোটেলের একাধিক কক্ষে তল্লাশি চালিয়ে দুইজন অবিবাহিত যুবতীসহ বেশ কয়েকজন মহিলাকে উদ্ধার করা হয়। পরে কয়েকজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

অভিযান চলাকালীন হোটেলের বেশ কিছু নথিপত্রেও অসঙ্গতি পাওয়া গেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। তবে অভিযানের বিষয়ে সাংবাদিকদের সামনে বিস্তারিত বক্তব্য দেননি পূর্ব আগরতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন দাস। পুলিশের তরফে জানা গেছে, হোটেলের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে কোন কোন ধারায় মামলা বা কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সে বিষয়ে এখনও বিস্তারিত জানানো হয়নি।

স্থানীয় সূত্রের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে হোটেলটিতে অনৈতিক কার্যকলাপ চলছিল। এর আগেও পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়েছিল বলে জানা গেছে। অভিযোগ, আগের অভিযানের খবর আগে থেকেই পেয়ে যাওয়ায় হোটেলের পরিস্থিতি বদলে ফেলা হয়েছিল। ফলে সে সময় পুলিশ তেমন কিছু উদ্ধার করতে পারেনি।

এবারের অভিযানে একাধিক ব্যক্তিকে আটক এবং নথিপত্রে অসঙ্গতি পাওয়ায় বিষয়টি নতুন করে গুরুত্ব পেয়েছে। হোটেল বিজয়া প্যালেসের বিরুদ্ধে এবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয় কিনা, সেদিকেই নজর রয়েছে।

তবে পুলিশি তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত হোটেলে দেহ ব্যবসার অভিযোগকে প্রমাণিত ঘটনা হিসেবে দেখা যাচ্ছে না।

অসুস্থ স্বামীকে টাকা না দেওয়ার অভিযোগ, চড়িলাম শাখার ম্যানেজারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৮ আগস্ট: অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসার জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকা টাকা তুলতে গিয়ে হয়রানির অভিযোগ তুললেন অপর্ণা দেবনাথ। শুক্রবার ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চড়িলাম শাখায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

অপর্ণার অভিযোগ, তাঁর স্বামী বাবুল দেবনাথ গুরুতর অসুস্থ এবং তাঁর লিভারে টিউমার ধরা পড়েছে। বর্তমানে তিনি শয্যাশায়ী। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করতে শুক্রবার সকালে নিজের অ্যাকাউন্টে থাকা প্রায় ৩৮ হাজার টাকার মধ্যে ৩০ হাজার টাকা তুলতে ব্যাংকে যান বাবুল। অভিযোগ, অসুস্থ অবস্থায় প্রায় দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করেও তিনি টাকা পাননি।

পরিবারের দাবি, ব্যাংক ম্যানেজারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাবুল দেবনাথ অন্য এক মহিলার ঋণের গ্যারান্টার হিসেবে স্বাক্ষর করেছেন। ওই ঋণের প্রায় ৬ হাজার টাকা বকেয়া থাকায় তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা যাচ্ছে না।

এ নিয়ে প্রশ্ন তুলে অপর্ণার বক্তব্য, যদি ৬ হাজার টাকা বকেয়া থাকে, তাহলে অ্যাকাউন্ট থেকে ওই টাকা রেখে বাকি ৩০ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে না কেন? তাঁর দাবি, স্বামী একজন সাধারণ গাড়িচালক এবং লেখাপড়া জানেন না। এমন অবস্থায় কীভাবে তিনি ঋণের গ্যারান্টার হিসেবে স্বাক্ষর করলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ঘটনায় ব্যাংক ম্যানেজারের বিরুদ্ধে অমানবিকতার অভিযোগ তুলে সংবাদমাধ্যমের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেন অপর্ণা দেবনাথ।

অনিয়মের অভিযোগে সিপাহীজলায় ১৫ জন প্রধান শিক্ষককে শোকজ

বিশালগড়, ২৮ আগস্ট: শিক্ষার মানোন্নয়ন, বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো ও পঠনপাঠনের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সিপাহীজলা জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে বিদ্যালয়ে সারপ্রাইজ ভিজিট। গত ২৫ আগস্ট থেকে জেলার সাতটি ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এই পরিদর্শন চলছে। সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক কনিকা দেববর্মার নেতৃত্বে মোট ১৪টি টিম প্রতিদিন জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে আকস্মিক পরিদর্শন করছে।

জানা গেছে, ১৪টি টিমের মধ্যে একটি টিমের নেতৃত্বে রয়েছেন খোদ জেলা শিক্ষা আধিকারিক কনিকা দেববর্মা। অন্য একটি টিমে রয়েছেন জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর মো. সেলিম, ওএসডি এন্টনি দেববর্মা, ওএসডি রাকেশ দেববর্মা। এছাড়াও সাতজন স্টেট আইএস এবং তিনজন টিটিএডিসি আইএস এই পরিদর্শন প্রক্রিয়ায় যুক্ত রয়েছেন।সারপ্রাইজ ভিজিটের সময় মূলত বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের মান, ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়মিত উপস্থিতি, বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা এবং মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে নার্সারি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের রিডিং ও রাইটিং দক্ষতা এবং তাদের শিক্ষাগত অগ্রগতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে কি না, ছাত্রছাত্রীদের সঠিকভাবে মিড-ডে মিল পরিবেশন করা হচ্ছে কি না এবং খাবারের গুণগত মান ঠিক রয়েছে কি নাসেসব বিষয়ও সরেজমিনে খতিয়ে দেখছেন পরিদর্শনকারী দলের সদস্যরা।

জেলা শিক্ষা আধিকারিক কনিকা দেববর্মা জানিয়েছেন, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সারপ্রাইজ ভিজিটের সময় বেশ কিছু দুর্বলতা চিহ্নিত হয়েছে। এর ভিত্তিতে এখনও পর্যন্ত ১৫ জন প্রধান শিক্ষককে শোকজ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশ এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যেই এই আকস্মিক পরিদর্শন চালানো হচ্ছে বলে জানান তিনি। তিনি আরও জানান, সারপ্রাইজ ভিজিটের সময় কোনও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষক পরিদর্শনকারী দলের সঙ্গে অসহযোগিতা করলে তাঁদের বিরুদ্ধেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে, শুক্রবার, ২৮ আগস্ট জম্পুইজলা ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়েও সারপ্রাইজ ভিজিট করা হয়। আগামী দিনগুলিতেও জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এই আকস্মিক পরিদর্শন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক।

শিক্ষার্থীদের স্বার্থে বিদ্যালয়গুলির পঠনপাঠন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর এই নজরদারি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন জেলার শিক্ষানুরাগী মহলের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, জেলা শিক্ষা আধিকারিক হিসেবে কনিকা দেববর্মা দায়িত্ব নেওয়ার পর সিপাহীজলা জেলার শিক্ষা ব্যবস্থায় বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

পঞ্চভূতে বিলীন কবি-লেখক তথা শিক্ষক প্রীতম

উদয়পুর, ২৮ আগস্ট: কবি-লেখক তথা শিক্ষক প্রীতম ভট্টাচার্য আর নেই। সকলকে বিদায় জানিয়ে শুক্রবার পার্থিব শরীর নিয়ে পঞ্চভূতে বিলীন হলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে উদয়পুর ও আগরতলায়। এদিন আগরতলা থেকে প্রীতম ভট্টাচার্যের মরদেহ তাঁর কর্মস্থল উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে নিয়ে আসা হয়। সেখানে সহকর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মচারী এবং ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

এরপর মরদেহ তাঁর জগন্নাথ চৌমুহনিস্থিত পৈতৃক বাড়িতে নিয়ে আসা হলে এলাকাবাসী, জগন্নাথ চৌমুহনি ব্যবসায়ী মহল, জগন্নাথ চৌমুহনি পূজা কমিটি, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মী, কবি-লেখক মহল, রমেশ প্রাক্তনী কমিটি এবং রমেশ স্কুলের ১৯৯৭-৯৯ ব্যাচের প্রাক্তন সহপাঠীসহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। প্রিয় মানুষটিকে শেষবারের মতো দেখতে তাঁর বাড়ি ও জগন্নাথ চৌমুহনিতে মানুষের ভিড় উপচে পড়ে।

তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনায় উপস্থিত সকলে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। উদয়পুর পুরপরিষদের চেয়ারম্যান চন্দ্র মজুমদারও উপস্থিত থেকে প্রীতম ভট্টাচার্যকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। পরে শোকাহত স্বজন ও গুণমুগ্ধদের উপস্থিতিতে তাঁর নিথর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় উদয়পুর চম্বল মহাশ্মশানে। সেখানেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। প্রয়াত প্রীতম ভট্টাচার্য নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর স্ত্রীই মুখাগ্নি করেন। তাঁর প্রয়াণে শিক্ষকতা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মহলে গভীর শোকের আবহ তৈরি হয়েছে।

নিম্ন আদালতে ৬৮ হাজারের বেশি মামলা বিচারাধীন এক বছরে নিষ্পত্তি ১.৩৩ লক্ষ

আগরতলা, ২৮ আগস্ট: ত্রিপুরার নিম্ন আদালতগুলিতে বর্তমানে ৬৮,২৭৭টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। অন্যদিকে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্যের নিম্ন আদালতগুলিতে মোট ১,৩৩,২৮৭টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। শুক্রবার বিধানসভায় এই তথ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী তথা আইনমন্ত্রী ড. মানিক সাহা।

কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়ের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ৩১ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন নিম্ন আদালতে মোট ৬৮,২৭৭টি মামলা বিচারাধীন ছিল। এর বিপরীতে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ১,৩৩,২৮৭টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। এই পরিসংখ্যান রাজ্যের নিম্ন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কিউবার রাষ্ট্রদূতের সামনে ভারতবিরোধী মন্তব্যের অভিযোগ, সিপিআইএমের বিরুদ্ধে শহরে বিজেপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট: সম্প্রতি ত্রিপুরা সফরে আসেন ভারতে নিযুক্ত কিউবার রাষ্ট্রদূত। তাঁর রাজ্য সফরকে কেন্দ্র করে সিপিআইএমের একাধিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। কিউবার রাষ্ট্রদূতের উপস্থিতিতে একটি কর্মসূচিতে ভারতকে নিচু করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। পাশাপাশি, রাষ্ট্রদূতের সামনে বিরোধী দলনেতা ভারতের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন বলেও অভিযোগ করেছে শাসকদল।

এই ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার রাজধানী আগরতলায় বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে বিজেপি সদর জেলা শহরাঞ্চল কমিটি। মিছিলে দলের কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন বিজেপি সদর জেলা শহরাঞ্চল কমিটির সভাপতি অসীম ভট্টাচার্যসহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। বিক্ষোভ মিছিল থেকে সিপিআইএমের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়। বিজেপির অভিযোগ, বিদেশি কোনও রাষ্ট্রের প্রতিনিধির সামনে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় এমন বক্তব্য বা কর্মসূচি গ্রহণ করা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। দেশের সার্বভৌমত্ব, মর্যাদা ও জাতীয় স্বার্থের বিষয়টিকে সামনে রেখেই এদিনের প্রতিবাদ কর্মসূচি বলে বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়।

এদিনের বিক্ষোভ মিছিলকে কেন্দ্র করে রাজধানীর রাজপথে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। মিছিল শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি সদর জেলা শহরাঞ্চল কমিটির সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য গোটা বিষয়টি নিয়ে দলের অবস্থান তুলে ধরেন।

তিনি অভিযোগ করেন, কিউবার রাষ্ট্রদূত ত্রিপুরা সফরে এসে সিপিআইএমের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন। সেই সময় একটি অনুষ্ঠানে ভারতকে হেয় প্রতিপন্ন করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কিউবার রাষ্ট্রদূতের উপস্থিতিতে বিরোধী দলনেতার ভারতবিরোধী বক্তব্য নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। বিজেপির বক্তব্য, রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু দেশের বাইরে থেকে আসা কোনও রাষ্ট্রের প্রতিনিধির সামনে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় এমন বক্তব্য বা কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করা প্রয়োজন। এই কারণেই সিপিআইএমের বিরুদ্ধে এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি বলে জানান বিজেপি নেতৃত্ব।

এদিনের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব সিপিআইএমের ওই ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে জাতীয় স্বার্থ ও দেশের মর্যাদাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ারও দাবি জানানো হয় বিজেপির পক্ষ থেকে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে: উচ্চশিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট: বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং গবেষণার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কলেজগুলিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নতুন পাঠক্রমের সূচনা অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের আধুনিক বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত করতে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা ও হাতে কলমে গবেষণার পরিবেশ তৈরি করতে "কলেজ বায়োটেক ক্লাব" গঠন করা হয়েছে।

আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক রঞ্জিত দাসের এক প্রশ্নের উত্তরে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মন এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, উচ্চশিক্ষায় গবেষণাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১৭টি কলেজে বায়োটেক ক্লাব গঠন করা হয়েছে। তিনি বলেন, সেমিনার, কর্মশালা, বক্তৃতা, ক্ষেত্র পরিদর্শন, সামাজিক সমীক্ষা, ল্যাবরেটরিভিত্তিক পরীক্ষা নিরীক্ষা, ক্ষেত্র সমীক্ষা, ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি এবং ডেস্কটপ পাবলিশিং প্রকল্পভিত্তিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। স্নাতক শিক্ষার্থীদের সাহিত্য পর্যালোচনা এবং গবেষণা পদ্ধতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য ইলেকট্রনিক জার্নাল, বই এবং গবেষণা উপকরণের সুযোগ রয়েছে। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জানান, উদয়পুরের নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয় এবং এমবিবি কলেজে নতুন বিজ্ঞান ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। ত্রিপুরা ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজিকে কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি জানান, গত ৩ বছরে ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা স্তরে কলেজগুলিতে মোট ১৪,৩০২ জন ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন গবেষণা বা উদ্ভাবনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে।

বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের অন্য একটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জানান, গত তিনটি অর্থবছরে সরকারি কলেজগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য মোট ৮৯ কোটি ৭৭লক্ষ টাকা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে ব্যয় হয়েছে ৮৫ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা। তিনি জানান, ৫টি কলেজে নতুন ভবন, ৭টি কলেজে গবেষণাগার, ১টি কলেজে গ্রন্থাগার ও ১৫টি কলেজে স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে বিশালগড়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়, সারুমের মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজ, মোহনপুরের স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, ফটিকরায়ের আম্বেদকর কলেজ, কমলপুরের অদ্বৈত মল্লবর্মন স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, আগরতলার বীরবিক্রম মেমোরিয়াল কলেজ, খোয়াইয়ের দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজ এবং কাকড়াবনের সরকারি ডিগ্রি কলেজে নতুন ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বিধায়ক অশোক চন্দ্র মিত্রের আরেকটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জানান, বর্তমানে রাজ্যে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীনে ৪১টি সরকারি কলেজ রয়েছে। এরমধ্যে ২৯টি সরকারি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ, ৫টি পেশাদারি কলেজ, ৬টি পলিটেকনিক এবং ১টি টেকনিক্যাল কলেজ রয়েছে। এই কলেজগুলিতে বর্তমানে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৬৯,৬৭৭ জন।

৯ দফা দাবিতে খোয়াইয়ে জিএমপি কিওয়াইএফ ও টিএসইউর গণঅবস্থান

আগরতলা, ২৮ আগস্ট: নয় দফা দাবিকে সামনে রেখে খোয়াইয়ে গণঅবস্থান কর্মসূচি পালন করল জিএমপি, কিওয়াইএফ এবং টিএসইউর খোয়াই মহকুমা কমিটি। শুক্রবার আয়োজিত এই কর্মসূচিতে সংগঠনগুলোর নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা অংশ নেন।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচন ঘোষণা, টিটিএডিসিতে চাকরির সুযোগ সৃষ্টির জন্য কেন্দ্রের উদ্যোগ, ককবরক ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করাসহ মোট নয় দফা দাবি সামনে রেখে এই গণঅবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া, টিটিএডিসির প্রাক্তন সিইএম রঞ্জিত দেববর্মা, প্রাক্তন বিধায়ক পদ্মকুমার দেববর্মা-সহ সংগঠনগুলোর অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা।

গণঅবস্থানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারীদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে: শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট: নারী ক্ষমতায়ণ, নারীদের উন্নয়ন কেবলমাত্র একজন নারীর উন্নয়নই নয়। এর ফলে পরিবার, সমাজ, রাজ্য ও দেশেরও উন্নয়ন হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার নেতৃত্বে নারীদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে। আজ বিধানসভায় বিধায়ক অন্তরা দেব সরকারের আনা একটি বেসরকারি প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্তনা চাকমা একথা বলেন। আলোচনার পর প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

বিধায়ক অন্তরা দেব সরকারের আনা বেসরকারি প্রস্তাবটি ছিল "নারী স্বাধীনতা ও পারিবারিক অর্থনীতি উন্নত করার লক্ষ্যে ত্রিপুরায় মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প সম্প্রসারণের জন্য ত্রিপুরা সরকার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করুক"। প্রস্তাবটি উত্থাপন করে বিধায়ক অন্তরা দেব সরকার প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন, স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে নারীদের আত্মনির্ভর করার জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। পশুপালন থেকে শুরু করে ড্রোণ দিদির মাধ্যমে নারীদের আর্থসামাজিক মান উন্নয়ন করা হচ্ছে। বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে নারী সশক্তিকরণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী। প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক বিধায়ক কল্যাণী সাহা রায়। আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মহিলাদের স্বাবলম্বী করতে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। তিনি বলেন, রাজ্যের মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করার জন্য সরকারি চাকুরিতে ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আলোচনা করেন বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়, বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা, বিধায়ক সুদীপ সরকার, বিধায়ক স্বপ্না দেববর্মা।

কৈলাসহর টাউন কালী বাড়িতে তিন দিনব্যাপী জন্মাষ্টমী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৮ আগস্ট: প্রতি বছরের মতো এবছরও কৈলাসহরের টাউন কালী বাড়িতে আয়োজন করা হয়েছে শুভ জন্মাষ্টমী উৎসবের। এই উপলক্ষে শুক্রবার দুপুরে টাউন কালী বাড়ির নাটমন্দিরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রবীণ কার্যকর্তা দীপক ভট্টাচার্য, জন্মাষ্টমী উৎসব উদযাপন সমিতির সভাপতি তথা ঊনকোটি জেলার বিশিষ্ট আইনজীবী সন্দীপ দেবরায়, সম্পাদক পীযুষ শীল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তা বিজয় দাস, বিভন মালাকারসহ অন্যান্যরা। সাংবাদিক সম্মেলনে দীপক

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওষুধের দোকানে চুরি, পৃথক মামলায় এনসিসি থানার হাতে আটক ২

আগরতলা, ২৮ আগস্ট: আগরতলা শহরে একের পর এক চুরির ঘটনায় আতঙ্ক বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিকোনও কিছুই যেন চোরের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। শহরের বিভিন্ন এলাকায় সিসি ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও পরপর চুরির ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ির মাত্র ১০০ মিটারের মধ্যে একটি ওষুধের দোকানে চুরির ঘটনায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুক্রবার সকালে দোকান খুলতে এসে মালিক চুরির বিষয়টি জানতে পারেন। তাঁর অভিযোগ, দোকানের স্টার্টার ভেঙে ভিতরে ঢোকে চোরেরা। পরে ক্যাশবাক্স থেকে লক্ষাধিক টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় তারা। ঘটনা নজরে আসার পরই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। অভিযোগ, খবর দেওয়ার প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে দোকান মালিকের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এতটা কাছাকাছি পুলিশ ফাঁড়ি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে চুরির ঘটনা ঘটল, তা নিয়েও স্থানীয়দের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

এর মধ্যেই গত ২৬ আগস্ট লিচুবাগান এলাকার বিএসএনএল অফিসে সংঘটিত চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে সাফল্য পেয়েছে এনসিসি থানার পুলিশ। তদন্তের সূত্র ধরে চুরি যাওয়া বিভিন্ন ক্যাবল ও সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি চুরির কাজে ব্যবহৃত বলে অভিযোগ থাকা একটি গাড়ি এবং একটি বাইকও উদ্ধার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া গাড়িটির নম্বর

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেহাল রাস্তায় নাজেহাল আড়ালিয়াবাসী, ১৫ দিনের মধ্যে কাজ না হলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

সোনামুড়া, ২৮ আগস্ট: আড়ালিয়া এলাকার হাজারো মানুষের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান রাস্তা বর্তমানে বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। বড় বড় খানাখন্দ ও গর্তে ভরা এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। সামান্য বৃষ্টি হলেই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েও কাজ না হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী।

স্থানীয়দের বক্তব্য, আড়ালিয়া এলাকার মানুষের কাছে এই রাস্তা কার্যত একমাত্র লাইফলাইন। প্রতিদিনের যাতায়াতের পাশাপাশি অসুস্থ রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, জরুরি পরিষেবা এবং বিভিন্ন প্রয়োজনেও এই রাস্তার ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে যান চলাচল কঠিন হয়ে পড়েছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, রাস্তার খানাখন্দের কারণে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়েছে। এমনকি কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে ফায়ার সার্ভিসের গাড়িকেও দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে সমস্যায় পড়তে হয় বলে দাবি তাঁদের। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে এর আগেও একাধিকবার প্রশাসনের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। তবে অভিযোগ, বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও স্থায়ীভাবে সংস্কারের কাজ শুরু হয়নি। ফলে ফের প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছেন আড়ালিয়াবাসী।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দেওয়ার বিষয়ে স্থানীয় বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী জমি দেওয়া হলেও রাস্তার নির্মাণকাজ অর্ধেক হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায় বলে অভিযোগ। এরপর থেকে বাকি কাজ কবে শেষ হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় রয়েছেন বাসিন্দারা।

সমস্যার দ্রুত সমাধানের দাবিতে এবার পিডব্লিউডি দপ্তরের দ্বারস্থ হন এলাকাবাসী। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত রাস্তার বাকি কাজ সম্পূর্ণ করার আশ্বাস দেন পিডব্লিউডির অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বিপ্লব তরণ।

তবে এবার শুধু আশ্বাসে আর ভরসা রাখতে চাইছেন না আড়ালিয়াবাসী। তাঁদের দাবি, আগামী ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করতে হবে। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। একই দিনে সোনামুড়ার চারটি প্রধান সড়ক অবরোধ করারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এলাকাবাসী।

এখন দেখার বিষয়, পিডব্লিউডি ও প্রশাসনের আশ্বাস কতটা বাস্তবে কার্যকর হয়।

রাখী বন্ধন রাষ্ট্রপতি ভবনের

নয়াদিল্লি:২৮ আগস্ট: রাখীবন্ধন উৎসবের পবিত্র ও এই বিশেষ দিনে ত্রিপুরার চার খুদে শিক্ষার্থী রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেয়েছে। নয়াদিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে রাখিবন্ধন উৎসব উদযাপনও করে তারা। ত্রিপুরার পশ্চিম জেলার নেতাজি নগর ইংলিশ মিডিয়াম এসবি স্কুলের চার শিক্ষার্থী মেহেরেসিয়া সরকার, প্রতীক সরকার, রিকে দেব এবং অমিত কুমার সরকার এই বিশেষ সাক্ষাতে অংশ নেয়। ত্রিপুরার দলটির নেতৃত্বে ছিলেন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের ওএসডি অভিজিৎ সমাজপতি। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন শিক্ষক বিশ্বজিৎ ভৌমিক ও বিপ্লব দেব। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাতে রাখি পরিয়ে তাঁকে রাখিবন্ধনের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানায় চার শিক্ষার্থী। এই বিশেষ মুহূর্তে তারা ত্রিপুরার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের একটি বিশেষ উপহার এবং ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী রিশা রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দেয়।শুধু তাই নয়, শিক্ষার্থীরা নিজেদের হাতে তৈরি রাখি ও শুভেচ্ছা কার্ডও রাষ্ট্রপতিকে উপহার দেয়। তাঁদের সরলতা, সৃজনশীলতা এবং ভালোবাসায় রাষ্ট্রপতি ভবনের এই সাক্ষাৎ আবেগঘন হয়ে ওঠে।

দেশের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে রাখিবন্ধনের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি ত্রিপুরার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রাষ্ট্রপতি ভবনে তুলে ধরার সুযোগ পেয়ে গর্বিত ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা।

ভালোবাসা, সম্প্রীতি, ঐক্য ও পারস্পরিক বন্ধনের বার্তা নিয়ে রাখিবন্ধনের এই বিশেষ মুহূর্ত ত্রিপুরার জন্যও হয়ে রইল এক গর্বের অধ্যায়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas